অঙ্গ স্ফুরণ কেন হয়?

কি নির্দেশ করে?

স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী

আমাদের প্রকাশনা

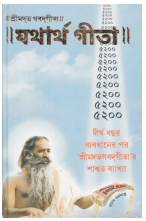

যথার্থ গীতা -
'যথার্থ গীতা'তে
শ্রীকৃষ্ণের বাণীর আশয়
উত্তমরূপে যথাবৎ বুঝিয়েছেন
এই কৃতি কালজয়ী।

২৮টি ভাষাতে

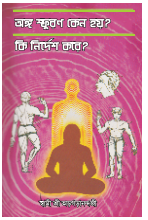

অঙ্গ স্ফুরণ কেন হয় এবং কি নির্দেশ করে? -
মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গে যে স্ফুরণ হয় এর কারণ
এবং এর সঙ্কেতগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
যা সাধনাতে সহায়কের কাজ করে।

৪টি ভাষাতে

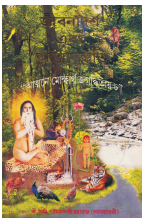

জীবনাদর্শ এবং আত্মানুভূতি -
পূজ্য গুরু পরমহংস
স্বামী শ্রী পরমানন্দজী মহারাজ-এঁর
জীবনের বৃত্তান্ত, তাঁর অনুভূতি
এবং উপদেশ সঙ্কলিত করা হয়েছে।
সাধকদের জন্য এই গ্রন্থ খুবই প্রয়োজনীয়।

৪টি ভাষাতে

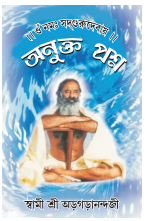

অনুক্ত প্রশ্ন -
বর্ণ, মূর্তিপূজা, ধ্যান, হঠ, চক্র-ভেদন এবং
যোগ-এর মত বিষয়গুলি স্পষ্ট করে ভ্রমিত
সমাজের পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

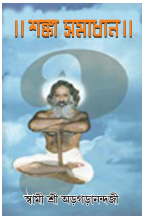

শঙ্কা সমাধান -
সমাজে প্রচলিত কুরীতি,
আড়ম্বর এবং অন্ধবিশ্বাসের
নিবারণ এবং সমাধান
করা হয়েছে।

৫টি ভাষাতে

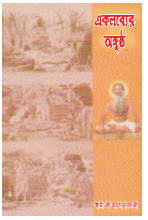

একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ -
শিক্ষা-গুরু এবং সদ্‌গুরুর মধ্যে পার্থক্য বলা হয়েছে।
শিক্ষকেরা জীবন নির্বাহ করার কৌশল-এর শিক্ষা দেন।
পরন্তু সদ্‌গুরু জীবনে পরমেশ্বর-এর জাগৃতি এবং
পরমপদ লাভ করতে সাহায্য করেন যার ফলে পুরুষ
গমনাগমন থেকে মুক্ত হন।

৩টি ভাষাতে

কার ভজনা করব? -
জনসাধারণ ধর্মের নামে গরু,
অশ্বত্থ, দেব-দেবী, ভূত-
ভবানীর পূজা করে। প্রস্তুত পুস্তিকাতে
এই সকল ভ্রান্তির নিবারণ করে
স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সনাতন
ধর্ম কাকে বলে? ইষ্ট কে?

৬টি ভাষাতে

ষোড়শোপচার পূজন পদ্ধতি -
একমাত্র পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা স্থির করা এবং
একমাত্র পরমাত্মাকে চিন্তন করার
পদ্ধতি সম্বন্ধে কর্মকাণ্ড অবগত করায়,
এই পুস্তিকাতে এই সম্বন্ধেই বলা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

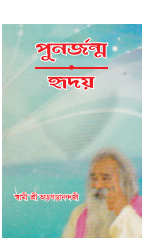

পুনর্জন্ম -
বৌদ্ধিক স্তরে এই বিষয়টি সকলের কাছে স্পষ্ট নয়।
মানুষ জন্মগ্রহণ করে, জীবনযাপন করে; দেহত্যাগ করে,
চলেও যায়; কিছু বুঝতেই পারে না যে, পুনরায় জন্ম হয় অথবা
হয় না। কিন্তু যোগাভ্যাসের এক নির্দিষ্ট স্তর যখন মানুষ অতিক্রম
করে তখন সে স্পষ্ট দেখে যে পুনর্জন্ম হয়? আমি পূর্বজন্মে
কি ছিলাম? এরপর কোন দেহ, কোথায় জন্মগ্রহণ করব?

হৃদয়
হৃদয় দেহের কোন অংশে স্থিত যেখানে পরমাত্মার নিবাস?
হৃদয়ের পরিচয় এবং পরমাত্মাকে জানার সম্পূর্ণ বিধির উপর
আলোকপাত করা হয়েছে। ক্রমোন্নত দেহ তিনটি স্থূল, সূক্ষ্ম এবং
কারণ। ক্রমশঃ কারণ শরীরের অন্তিম স্তরে যখন সাধনা পৌঁছায়,
তখন ঈশ্বরের নিবাসস্থান সম্বন্ধে জানা যায়। এই পুস্তিকা এইসমস্ত
প্রশ্নেরই পূর্ণ পরিচয় দেয়।

হিন্দী ভাষাতে

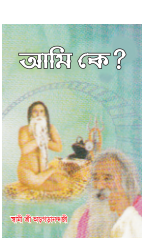

আমি কে? -
জন্ম থেকেই নানা প্রকারের সম্বন্ধের মাঝে থেকে এই
ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, আমি কে? এই জিজ্ঞাসা যৌগিক।
'বাসাংসি জীর্ণানি...' দেহ বস্ত্র মাত্র। দেহ ত্যাগ হলে সেই
ব্যক্তি পশু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ
করে। মৃত্যুকালে রাজসিকগুণ কার্যরত থাকলে সেই ব্যক্তি
মনুষ্যদেহ লাভ করে। সাত্ত্বিক গুণের কার্যকালে দেহত্যাগ
করলে দেব দেহ ইত্যাদি উন্নত যোনিতে জন্ম হয়। প্রত্যেক
অবস্থাতে স্থিত ব্যক্তিকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। অতএব
এই প্রশ্ন যেমনের তেমনি রইল যে, আমি কে? বাস্তবে
যখন দ্রষ্টা এই আত্মা স্বীয় স্বরূপে স্থির হয়, যা আপনার
বাস্তবিক স্বরূপ।

হিন্দী ভাষাতে

।। ওঁ নমঃ সদ্‌গুরুদেবায় ।।

অঙ্গ স্ফুরণ কেন হয়? কি নির্দেশ করে?

লেখক ঃ

পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজের কৃপা প্রসাদ

স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী

শ্রীপরমহংস আশ্রম, শক্তেষগড়, চুনার-মির্জাপুর (উঃপ্রঃ)

প্রকাশক ঃ

শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট

ন্যু অপোলো স্টেট, গালা নং-৫, মোগরা লেন (রেলওয়ে সাবওয়ের নিকট)

অন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৬৯

প্রকাশক ঃ
শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট
ন্যু অপোলো স্টেট, গালা নং-৫,
মোগরা লেন (রেলওয়ে সাবওয়ের নিকট)
অন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৬৯, ভারত
দূরভাষ ঃ ০২২-২৮২৫৫৩০০
ই-মেল ঃ contact@yatharthgeeta.com
ওয়েবসাইট ঃ www.yatharthgeeta.com

@ লেখক

সংস্করণ - ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে নভেম্বর ২০১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫৬,০০০ সংখ্যক
জানুয়ারী, ২০১৮ খৃষ্টাব্দ - ৫০০০ সংখ্যক

মূল্য ঃ ৬০ টাকা

মুদ্রক ঃ
জক প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ
জক কম্পাউন্ড, দাদোজী কোন্ডদেব ক্রস লেন
ভায়খলা (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০২৭, ভারত
ফোন নং ঃ (০০৯১-২২) ২৩৭৭ ২২২২
ওয়েবসাইট ঃ mail@jakprinters.com
ISBN : 81-89308-55-6

অনন্তশ্রী বিভূষিত
যোগিরাজ, যুগ পিতামহ

পরমপূজ্য শ্রী স্বামী পরমানন্দজী

শ্রী পরমহংস আশ্রম অনুসুইয়া-চিত্রকূট
এঁর পরম পবিত্র চরণ যুগলে
সাদরে সমর্পিত
অন্তঃ প্রেরণা

ওঁ ওঁ

গুরু বন্দনা

।। ওঁ শ্রী সদ্‌গুরুদেব ভগবানের জয় ।।

জয় সদ্‌গুরুদেবং পরমানন্দং, অমর শরীরং অবিকারী।।
নির্গুণ নির্মূলং, 'ধরি স্থূলং', কাটন শূলং ভবভারী।।

সূরত নিজ সোহং, কলিমল খোহং, জনমন মোহন ছবিভারী।।
অমরাপুর বাসী, সব সুখ রাশী, সদা একরস নির্বিকারী।।

অনুভব গম্ভীরা, মতি কে ধীরা, অলখ ফকীরা অবতারী।।
যোগী অদ্বৈষ্টা, ত্রিকাল দ্রষ্টা, কেবল পদ আনন্দকারী।।

চিত্রকূটহিঁ আয়ো, অদ্বৈত লখায়ো, অনুসুইয়া আসনমারী।।
শ্রীপরমহংস স্বামী, অন্তর্যামী, হ্যাঁয় বড়নামী সংসারী।।

হংসন হিতকারী, জগ পণ্ডধারী গর্ব প্রহারী উপকারী।।
সৎ-পন্থ চলায়ো, ভরম মিটায়ো, রূপ লখায়ো করতারী।।

ইয়হ্ শিষ্য হে তেরো, করত নিহোরো, মোপর হেরো প্রণধারী।।

জয় সদ্‌গুরুদেবং পরমানন্দং, অমর শরীরং অবিকারী।।
নির্গুণ নির্মূলং, 'ধরি স্থূলং', কাটন শূলং ভবভারী।।

ওঁ ওঁ

"আত্মনে মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চ"

শ্রী ১০০৮ শ্রী স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ (পরমহংসজী)
জন্ম ঃ শুভ সংবৎ বিক্রম ১৯৬৮ (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ)
মহাপ্রয়াণ ঃ জ্যৈষ্ঠ শুক্লা সপ্তমী, সংবৎ বিক্রম ২০২৬, তারিখ ২৩/০৫/১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ
পরমহংস আশ্রম, অনুসুইয়া (চিত্রকূট)

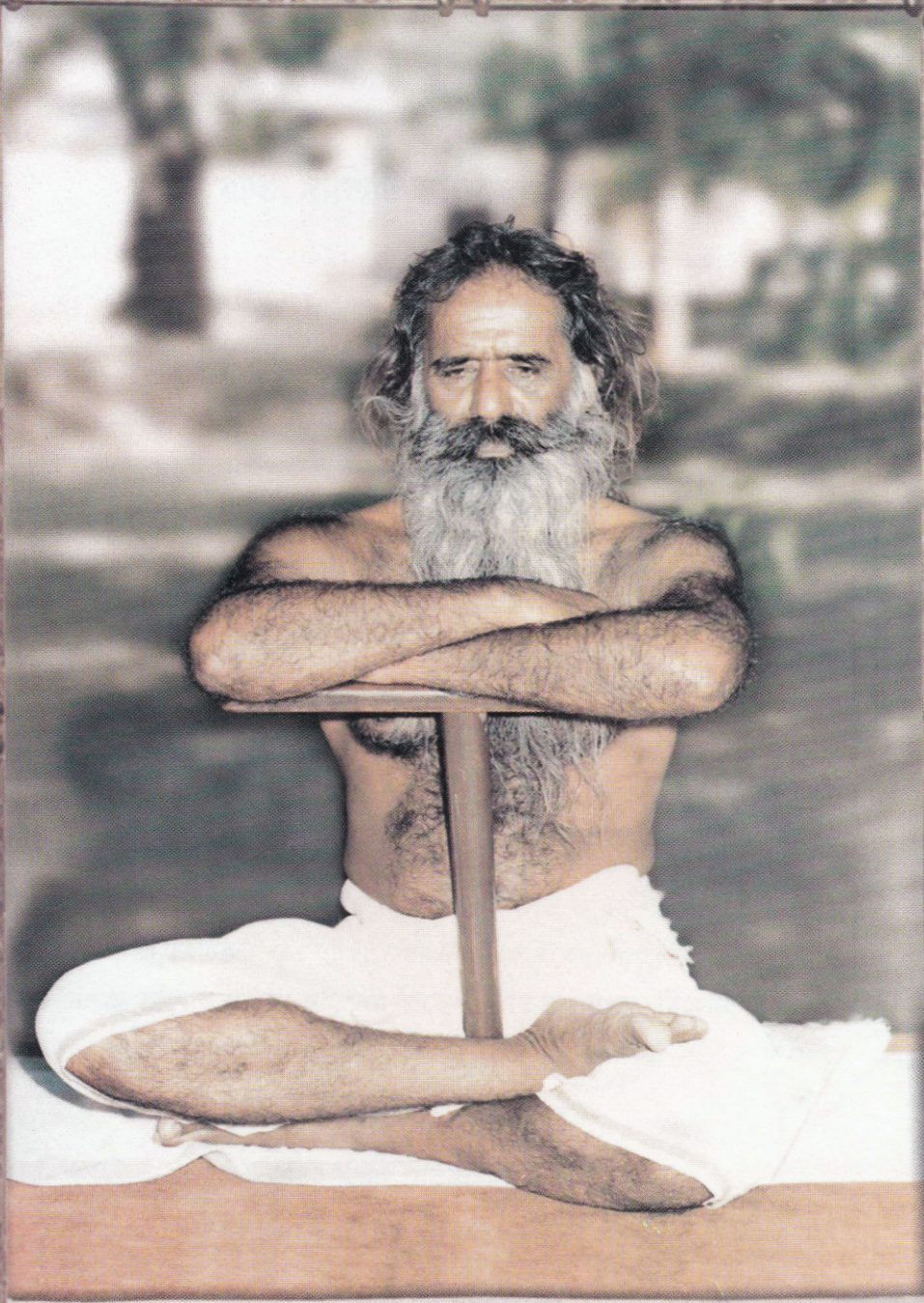

স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী মহারাজ

(পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজের কৃপা প্রসাদ)

প্রাক্‌কথন

পরমাত্মা সব জায়গা থেকে কথা বলেন - বৃক্ষ থেকে, প্রস্তর থেকে, জল এবং স্থল থেকে, আকাশ থেকে , পশু-পক্ষী থেকে, নদী এবং পাহাড়, জড়-চেতন ইত্যাদি যে কোন মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারেন। তিনি কর্তুং-অকর্তুং অন্যথা কর্তুং সমর্থ। সর্বত্র সার্বভৌম তাঁরই ছটা। শ্রবণ-নয়ন-মন-গোচর সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই যন্ত্র-তন্ত্র। আর্ত, অনুরাগী ভক্তদের জন্য যখন তিনি নয়নাভিরাম প্রেরক হন, তখন সব জায়গা থেকে নিজের কাজ সম্পাদিত করেন।

ব্রহ্মময়ী বাণীর অসংখ্য ধারার মধ্যে প্রায় ছ'টির উল্লেখ বিজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণের বাণীতে হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি বিষয় অঙ্গ স্ফুরণ, এর ক্রিয়াত্মক অনুভূতির উল্লেখ প্রস্তুত পুস্তকে করা হয়েছে। আত্মানুভূতির এই সূক্ষ্ম সঞ্চারে পরমতত্ত্ব পরমাত্মা এবং পরমগুরু একে, অন্যের পর্যায়ভুক্ত। সেই পরমপ্রভু যে কোন মাধ্যম দ্বারা যথার্থ নির্দেশের বিধান করতে পারেন, কারণ তিনি মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের ক্রিয়াগুলিকে শাশ্বত পরিধানে দেখতে থাকেন। কিন্তু অঙ্গ স্ফূরণ ইত্যাদি নির্দেশ থেকে পথিককে আত্মদর্শনেরই কামনা করা উচিৎ। পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার পর এইরূপ কোন বিধি নিষেধ থাকে না।

শিক্ষিত সমাজ যখন প্রশ্ন করত যে, ''ভগবন্! এমন কোন সাধনা সম্বন্ধে বলুন যার আচরণ আমরা করতে পারি।'' তাদের কথা শুনে পূজ্য গুরুদেব ভগবান্ বলতেন - ''হো, সবকথা সবাই জানে। দু'-দু' পয়সায় বেদান্ত বিক্রি হয়। মানুষ পাঠ করে এবং লিপিবদ্ধ করে; কিন্তু সাধনা এমনই যে, এই সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।'' এটা তো প্রত্যক্ষ অনুভূতি যা কোন কোন অভিজ্ঞ সদ্‌গুরুর দ্বারা অধিকারী সাধকের অন্তর্দেশে জাগ্রত হয়। বস্তুতঃ সেই সমস্ত অনুভূতি জ্ঞানী সদ্‌গুরুর প্রতি কায়মনোবাক্যে সমর্পিত হলেই প্রকাশিত এবং জাগ্রত হয়। তাঁরই নির্দেশ অনুসারে চলে প্রত্যাশী নিজের গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়। অধ্যাত্ম প্রক্রিয়ার উৎপত্তির পর অদ্যাবধি পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে যতজন যোগী একীভূত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই ইষ্টের নির্দেশ অনুসারে চলেই পরমতত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছেছেন। পরমতত্ত্বকে লাভ করার এর অতিরিক্ত কোন পথ নেই।

ইষ্টের নির্দেশ অনুসারে চলে যোগী দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন। এই সৌভাগ্য তাঁদের জন্যই সুলভ যাঁরা প্রযত্ন পূর্বক লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর। এখানে কাল্পনিক বুদ্ধির কোন প্রয়োজন নেই। যোগী মানসিক নির্দোষ ধারাগুলির অনুসারে পরমাত্মার শব্দ-সঙ্কেতগুলির বিশ্লেষণ করে, সেই অনুসারেই সাধক পরমাত্মার পথে অগ্রসর হয় এবং এটাই হল জীব-জগৎ-এর ক্রিয়া থেকে পরিত্রাণকারী মানুষ মাত্রের জন্য মুখ্য কর্তব্য-পথ। এই পথ শুধু পুণ্য শ্লোক মহাত্মাদের জন্য নয়, পাপীদের জন্যও ভবসাগরের প্রবাহে মুখ্য তরণী। কাল, কর্ম, স্বভাব এবং অনন্ত আশাতে তৃষিত মানব কালের কবল থেকে তখনই নিস্তার পাবে যখন অন্তঃকরণ ইষ্টের বাণী গ্রহণ করবে এবং সাধক সেগুলি পালন করবে।

প্রাণীমাত্র শান্তি পেতে চায়; কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্ধারাতে উদ্বেলিত হয়ে অসহ্য কষ্টই পেয়ে থাকে। জগতের বরিষ্ঠতম জীব মানবও স্পৃহাবশতঃ সুখ-শান্তির আশাতে কখনও এদিকের ইঁট ওদিকে নিয়ে যায়, কখনও লোহার বিশাল শলা ঐ প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে নিয়ে আসে কিন্তু অন্ততঃ প্রকৃতির বিষম পরিস্থিতির মৃগ মরীচিকাতে ইতস্ততঃ হারিয়ে যায়। পরন্তু তাঁদের মধ্যেও যদি কেউ পরমের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তবে আধার মনীষীগণ দ্বারা নির্দিষ্ট পথের অনুগমনই রয়েছে। মহাপুরুষ দেশকাল, লোকরীতির পরিধির পারে এবং আত্মদর্শী, সমবর্তী হন। এই মহাপুরুষগণের মাধ্যমে ভগবানের বাণী মুখরিত হয়ে থাকে। নির্দেশ ছিল প্রভুর, কিন্তু তা বাইবেলে মহাত্মা যীশু খৃষ্ট ব্যক্ত করেছেন যে, ''সেই পিতা বলেছেন যে, বাগানটি শুধু দেখবে, ফল খাবে না।'' মহাত্মা মোহম্মদ দ্বারা কুরান খোদার হুকুম, আদেশ দিয়েছে। ভগবানের সেই বাণী সঞ্জয় শ্রবণ করেছিলেন। বেদের পদ্যময় মন্ত্রে মহাত্মাগণ সেই প্রভুর স্বর যাচাই করে দেখেছেন। ভগবানের শব্দগুলি মনু জোড়হাতে শুনছিলেন। 'গগন মহল পিয়া গোহরাইন' - সেই শব্দ কবীর তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। গীতাশাস্ত্র তো আদ্যোপান্ত ভগবানেরই শ্রীমুখের বাণী। বাল্মীকি, তুলসী প্রভৃতিগণ সেই শব্দগুলিরই সঙ্কলন করেছেন। মুসা প্রভৃতিগণ সেই বাণীর অনুসারে চলে অবতারের স্থিতি লাভ করেছিলেন। অতএব ভগবৎ পথের পথিকদের জন্য পরমাত্ম তত্ত্বের নির্দেশ বিশেষ মহত্ত্বের। সেই নির্দেশ সঞ্চার না হলে সঠিকভাবে সাধনা শুরুই হয় না। এইরূপ সাধনার শুভারম্ভ যা প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিলয় করিয়ে দেয়। এবং পরমাত্ম-স্বরূপে স্থিতি প্রদান করে।

ভক্তের পুণ্য-পুঞ্জ বিশেষ সহযোগিতা করলেই সন্তসঙ্গ লাভ হয়। 'পুণ্য পুঞ্জ বিনু মিলহিঁ ন সন্তা।' পুণ্য-পুঞ্জ যতদিন ফল না দেয় ততদিন পর্যন্ত সাধু অর্থাৎ সদ্‌গুরু প্রাপ্তি হয় না। প্রাপ্তি হয় না এর মানে এই নয় যে, দর্শন পাওয়া যায় না। সাধক দেখতে তো পান কিন্তু তাঁর অন্তর পরখ করতে পারে না। যে চক্ষু দ্বারা সন্ত অর্থাৎ সদ্‌গুরুকে চেনা যায় সেই দৃষ্টি পুণ্যময়ী। জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্য বর্তমান জন্মে সহযোগিতা করলেই সেই দৃষ্টিলাভ করা সম্ভব হয় যা সন্ত দর্শনে সাহায্য করে। হ্যাঁ, উপলব্ধি হয়নি, পুণ্য ক্ষীণ তাহলে পুণ্য অর্জন করুন।

ভগবান মন-বুদ্ধির অতীত। মন-বুদ্ধি নিরস্ত হলেই যোগী পরাৎপর স্বরূপের দর্শন লাভ করেন এবং সেই স্থিতিতেই স্থিত হন। তাঁকে আমরা মন, বুদ্ধি দ্বারা পরিমাপ করতে পারব না। বুদ্ধি তো কোন না কোন কল্পনারই সৃজন করে যে, তিনি কিরূপে কথা বলেন? কিরূপে উপবেশন করেন? কি আহার করেন? কোন্ কর্ম করেন? ইত্যাদি। বস্তুতঃ সেই সমর্থ সদ্‌গুরুকে আমরা চর্মচক্ষু দ্বারা পরখ করতে পারব না। পুণ্য-পুঞ্জই তাঁকে পরখ করতে সাহায্য করে। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য যখন বর্তমানে উদিত হয়, তখন তাঁর দর্শন লাভ সম্ভব, তা তিনি যে সিংহাসনেই বসুন অথবা যে পাঁকেই গড়াগড়ি দেন না কেন। আমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করব এবং তাঁর দ্বারা আমাদের অন্তর পথের সঞ্চালন হবে, যাতে আমরা সাধনাতে প্রবৃত্ত হই।

তাঁকে লাভ করার জন্য দু'আড়াই অক্ষরের কোন একটা নাম যেমন - রাম, ওঁ, শিব - এর মধ্যে কোন একটা নির্বাচন করুন এবং প্রতিদিন নিয়ম পূর্বক জাগরণ এবং শয়ণের পূর্বে দশ-পনেরো মিনিট অবশ্য জপ করুন এবং তারই অর্থস্বরূপ সদ্‌গুরুর পাঁচ-সাত মিনিট স্মরণ করুন। ইষ্টের স্বরূপ সম্মুখে দণ্ডায়মান এইরূপ চিন্তন করুন। সম্ভব হলে তাঁকে অন্তরে উৎফুল্ল নেত্রে দেখার চেষ্টা করুন। এইরূপ সম্ভব না হলে চিন্তন দ্বারা সমর্পণ, প্রণাম, মানসিকভাবে পূজা নিয়মিত রূপে করুন। এই অভ্যাসই স্বতই সাধনার প্রশস্ত পথে পরিবর্তিত হবে। এইরূপ কেন? কারণ হঠাৎ ইষ্টের রূপ হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য পূর্ব মনীষীগণ কল্যাণকারী ভাব পুষ্ট (দৃঢ়) করার জন্য দেব-দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং করিয়েছেন। অভ্যাসের এই ক্রম দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। এরই পরিণামস্বরূপ মূল সাধনার প্রশস্ত পথে সাধক চলতে সক্ষম হন - তখন ওঠা-বসা, ঘুমা-জাগা এবং সাধক কখন ভজনা করবেন, কখন করবেন না - এ সমস্তই ইষ্টের নির্দেশের উপর নির্ভর করে।

সেই সঙ্গে 'নিয়ম অনিবার্য' এর উপরও লক্ষ্য থাকে যেন। যেরূপ ভোজন, শয়ন ইত্যাদি নিত্য ক্রিয়া অনিবার্য, সেইরূপ নিয়মও অনিবার্য এই বোধ থাকা উচিৎ। এর সঙ্গে যদি কোন সাধন পরায়ণ পুরুষের সান্নিধ্য লাভ হয় তবে তাঁর কাছে সৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ যথাশক্তি সেবার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা থাকে। তিনি কিরূপ - এসবে মাথা ঘামাবেন না। এই মূল নিষ্কর্ষকে গোস্বামী তুলসীদাসজীও ব্যক্ত করেছেন।

এক ঘড়ী আধী ঘড়ী, আধী মে পুনি আধ।
তুলসী সংগতি সাধু কী, হরৈ কোটি অপরাধ।।

উঠতে-বসতে, হাঁটা-চলা করার সময়, প্রতিক্ষণ যাতে ভগবানের নাম মুখে অথবা মানসিক ভাবে উচ্চারিত হয় - এই পর্যন্ত সাধককে স্বয়ং করতে হয়, তারপর ভগবান হাত ধরেন। সেই দীনবন্ধু দাসের দায়িত্ব নেন। যে কর্মে সাধকের কল্যাণ নিহিত, তাকে দিয়ে সেটাই করান - এর নাম যোগ। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে এটা অসাধ্য এবং দুরূহ নয়।

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।। (গীতা, ২/৪০)

এই নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভের বীজ ফেলে দিলেও তা কখনও নাশ হয় না। বিপরীত ফলরূপ দোষও হয় না যে স্বর্গ ইত্যাদি বিভূতিগুলিতে আবদ্ধ করে শাশ্বত স্বরূপ থেকে পৃথক করে দেবে। এই নিষ্কাম কর্ম দ্বারা সম্পাদিত ধর্মের অতি অল্পও সাধন জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় থেকে উদ্ধার করে।

অতএব সকল জিজ্ঞাসুদের এই নিবেদন করি যে, এই অমর বীজের বৃক্ষ রোপন করে গমনাগমনের ভয়ঙ্কর ভয় থেকে আপনি স্বতঃ বিশ্বেশ পাদাম্বুজ দীর্ঘ নৌকা তৈরী করে ভবসাগর অতিক্রম করুন। সাধকদের উৎসাহ এবং ক্রিয়াত্মক নির্দেশের জন্য পুস্তকের শেষে প্রেরক দোহারও সমাবেশ রয়েছে, যাতে পাঠকগণ উপকৃত হন।

- সদ্‌গুরু কৃপাশ্রয়ী জগদ্‌বন্ধু স্বামী অড়গড়ানন্দ

ছন্দ বিশেষ

কুছ্ পল অপলক দেখ লূঁ, জেহি উর শম্ভু সমাই।
গুরু অনুহারত না মিলা, কৈসে ছূটৈ কাই।।

কৈসে ছূটৈ কাই, আই বাল সফেদী।
অন্তর বল কী সুধি নহীঁ, কর সোহাগ কী মেঁহদী।।

অন্তর অশ্রুধার বহৈ, বাহর লখৈ ন কোই।
দর্শন কারণ তুব জীয়োঁ, স্বরূপ মে রোই।।

আশিষ অন্তর মে সদা, দাত দীন্হি মুনিরাই।
গুরু অনুহারত না মিলা, (তো) কৈসে ছূটৈ কাই।।

অঙ্ক দর্শক

চিত্র সংখ্যা - ১

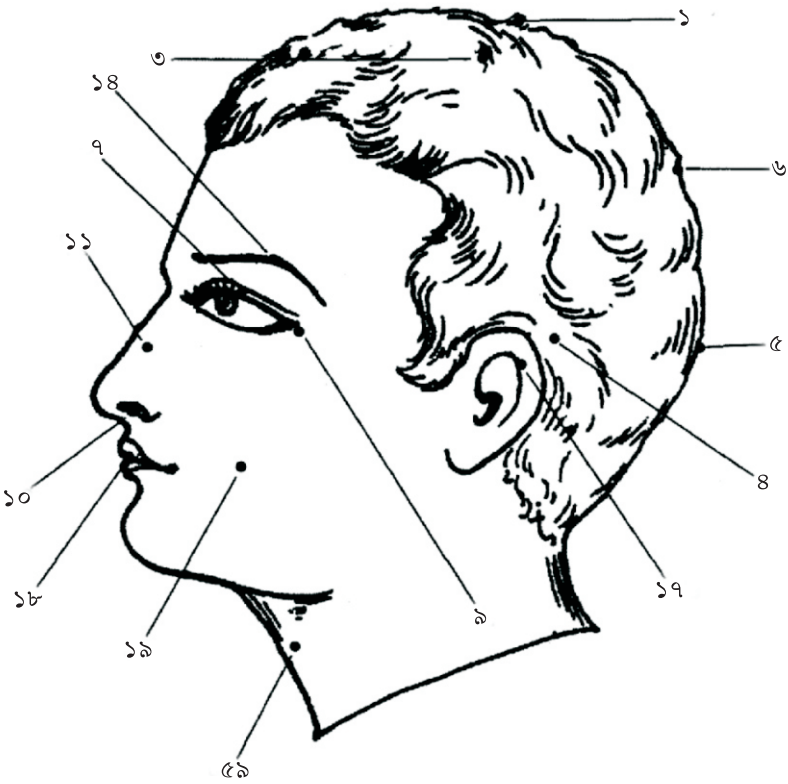

ছবিতে বিবরণের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। এর আশয় দ্বিপদীছন্দ/চতুষ্পদীর সংখ্যা থেকে গ্রহণ করবেন।

অঙ্ক দর্শক

চিত্র সংখ্যা - ২

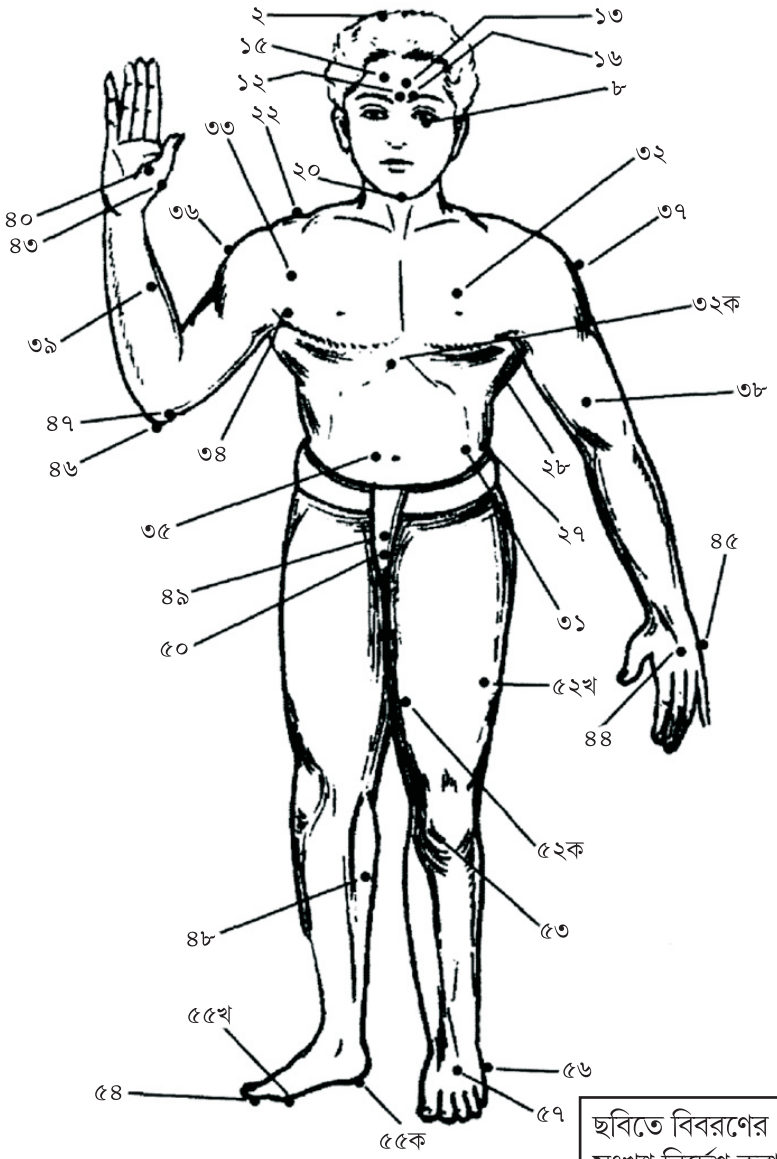

ছবিতে বিবরণের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। এর আশয় দ্বিপদীছন্দ/চতুষ্পদীর সংখ্যা থেকে গ্রহণ করবেন।

অঙ্ক দর্শক

চিত্র সংখ্যা - ৩

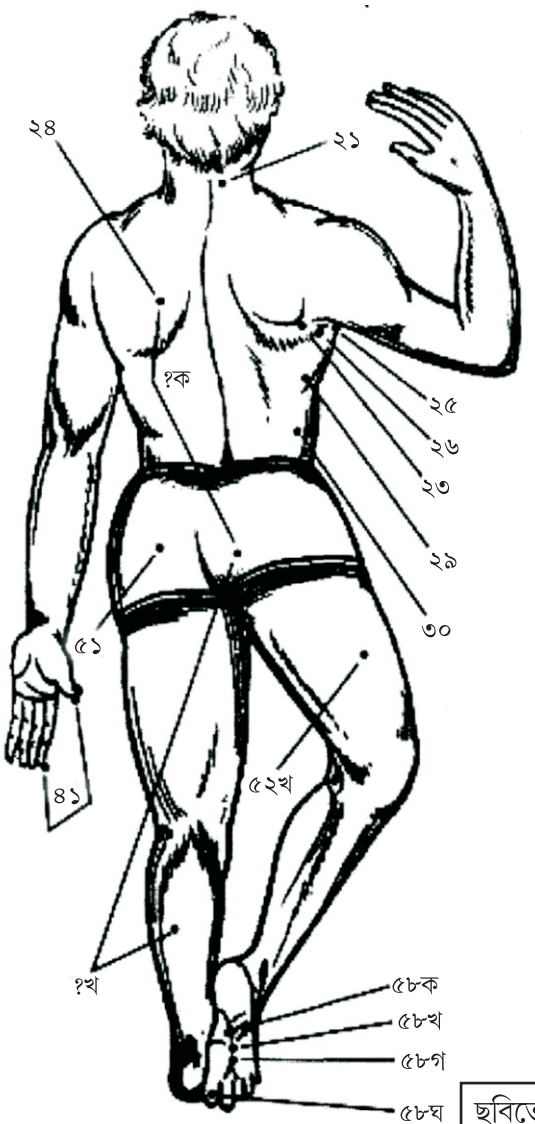

ছবিতে বিবরণের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। এর আশয় দ্বিপদীছন্দ/চতুষ্পদীর সংখ্যা থেকে গ্রহণ করবেন।

বিন্দু নির্দেশক

অঙ্গ স্ফুরণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরিবেশে বিভিন্ন অঙ্গ স্পন্দনের যথার্থ জ্ঞান বাস্তবে বিশিষ্ট মহত্ত্বের। প্রস্তুত কৃতির দোহা (হিন্দী পদ্যের দ্বিপদী ছন্দ) চৌপাই (চার পংক্তির একপ্রকার ছন্দ) গুলিতে প্রযুক্ত সন্তবাণীর কৃপা প্রসাদ এবং তাঁর অনুভূতি, যাতে ভাষার সৌন্দর্য এবং এর অলঙ্করণের প্রয়োজন গৌণ এবং মূল বিষয়-বস্তুর অবতরণ প্রধান। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য প্রস্তুত কৃতিতে প্রযুক্ত বিশুদ্ধ হিন্দীর বহু স্থানীয় শব্দের আশয় স্পষ্ট করার জন্য এবং স্ফুরণের এই স্থানগুলির দেহে স্থিতি প্রদর্শিত করার জন্য তিনটি রেখাচিত্র সংলগ্ন করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে দেহের বাঁদিকে অথবা ডানদিকে এক একটি বিন্দু রয়েছে। তীর দ্বারা এই বিন্দুগুলির বিভিন্ন সংখ্যার নির্দেশ অঙ্কিত রয়েছে। সংখ্যা নির্দিষ্ট স্থানের সম্বন্ধে জানার জন্য অগ্রলিখিত অঙ্ক দর্শক শীর্ষক দেখুন।

উপযুক্ত বিন্দু দেহের বাঁ অথবা ডান দিকে একদিকে শুধু অঙ্কিত যাতে সেই স্থানের ডান এবং বাঁ দিকের অঙ্গ সঙ্কেত নিহিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ডান হাতের নাড়ী সেই স্থানেই হবে যেরূপ বাম হাতে অঙ্কগুলি দ্বারা চিত্রে প্রদর্শিত রয়েছে। ডান-বামের এই ক্রমাগত ভেদ পদতল থেকে মস্তক পর্যন্ত সকল অঙ্গ স্থানের জন্য বুঝতে হবে।

অঙ্ক দর্শক

১। মস্তকের মধ্যভাগ - এই স্থানকে বিন্দু সংখ্যা ১ বলে বুঝতে হবে।

২। মস্তকের মধ্যভাগ থেকে সামান্য ডানদিক দৈবী প্রবৃত্তিকে সম্বোধিত করে। একে বিন্দু সংখ্যা দুইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

৩। মস্তকের মধ্যভাগ থেকে বামদিকে মায়িক প্রবৃত্তির সূচনা করে। বিন্দু সংখ্যা তিন দ্বারা এটা বলা হয়েছে।

৪। কানের উপরের ভাগ বিন্দু সংখ্যা চারের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

৫। মস্তকের পশ্চাদভাগ বিন্দু সংখ্যা পাঁচ দ্বারা দর্শিত করা হয়েছে।

৬। মস্তকের মধ্য এবং উপযুক্ত মূর্ধার মধ্য স্থান বিন্দু সংখ্যা ছয় দ্বারা মিলিয়ে নিন।

৭। নেত্রের উপরের পলক সংখ্যা সাত দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৮। নেত্রের নিম্ন পলক বিন্দু সংখ্যা আট দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৯। কর্ণের দিকে চক্ষুর কোনা বিন্দু সংখ্যা নয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১০। নাসিকার আশেপাশের স্থান বিন্দু সংখ্যা দশের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১১। নাসিকার মধ্য স্থান বিন্দু সংখ্যা এগারো দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

১২। দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থান ত্রিকুটীকে (তিলক স্থান থেকে উপর দিকের স্থান) বারো নং বিন্দু দ্বারা সংকেত করা হয়েছে।)

১৩। ত্রিপুণ্ড্রের স্থান থেকে বামদিকে এক আঙ্গুল তফাতে অথবা ডানদিকে ললাটে স্পন্দন স্থানকে তেরো সংখ্যা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৪। ভ্রূকে বিন্দু সংখ্যা চোদ্দো দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

১৫। ডান-বাম ললাটকে বিন্দু সংখ্যা পনেরো দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

১৬। নাকের কাছে ভ্রূর ডান-বামদিক বোঝার জন্য বিন্দু সংখ্যা ষোলো দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৭। কর্ণ স্পন্দনের অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে যা সাধনা স্তরের প্রায়োগিক ক্রিয়াতে বোঝার প্রযত্ন করা হয়। এখানে একটি মুখ্য পার্থক্য বিন্দু সংখ্যা সতেরো দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

১৮। ডান-বাম ওষ্ঠের স্থান বিন্দু সংখ্যা আঠেরো দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

১৯। ডান-বাম গণ্ডদেশ বিন্দু সংখ্যা উনিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

২০। চিবুক স্থান বিন্দু সংখ্যা কুড়ি দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

২১। গ্রীবার পৃষ্ঠভাগ বিন্দু সংখ্যা একুশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

২২। ডান স্কন্ধ ইষ্ট প্রেরিত স্থান এবং বাম স্কন্ধ মায়া প্রেরিত স্থান যা বিন্দু সংখ্যা বাইশ দ্বারা সংকেত করা হয়েছে।

২৩। পৃষ্ঠদেশের প্রশস্ত হাড় যা হাতের সঙ্গে যুক্ত। এর ছুঁচলো ভাগকে বিন্দু সংখ্যা তেইশ দ্বারা সংকেত করা হয়েছে।

২৪। ছোট-ছোট বিন্দুর মাঝে ডান-বাম পৃষ্ঠদেশকে বিন্দু সংখ্যা চব্বিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

২৫। বাহু মূলের নিম্নদেশ (বগল) বিন্দু সংখ্যা পঁচিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

২৬। অধ্যাত্ম স্থানের সহযোগী এই স্থান বগল থেকে চার আঙ্গুল তফাতে পৃষ্ঠ দেশে যা বিন্দু সংখ্যা ছাব্বিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

২৭। কটি দেশ ভজনার স্থান যা বিন্দু সংখ্যা সাতাশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

২৮। কটি দেশের ভজনার স্থান এবং বাহু মূলের নিম্নদেশের আধ্যাত্মিক স্থানের মাঝের স্থানে পাঁজরের ঠিক মাঝের সংখ্যা হল বিন্দু সংখ্যা আটাশ।

২৯। দেহ স্থান (বিন্দু আটাশ) থেকে দু'চার আঙ্গুল পৃষ্ঠদেশের দিকে স্ফূরণের স্থান বিন্দু সংখ্যা ঊনত্রিশ দ্বারা সংকেত করা হয়েছে।

৩০। কটিদেশের ভজনার স্থান (বিন্দু সাতাশ) থেকে তিন-চার আঙ্গুল পৃষ্ঠদেশের দিকের স্থান বিন্দু সংখ্যা তিরিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৩১। ভজন স্থান থেকে তিন-চার আঙ্গুল উদরের দিকের স্ফূরণ বিন্দু সংখ্যা একত্রিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৩২। ক) বক্ষঃস্থল এবং উদরের সন্ধি স্থলের মধ্য ভাগের স্পন্দন স্থান বিন্দু সংখ্যা।

৩২ ক-এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

৩৩। বাহু এবং বক্ষঃস্থলের সন্ধি স্থান থেকে উপরের দিকে দু'তিন আঙ্গুলের স্পন্দন স্থান বিন্দু সংখ্যা তত দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৩৪। বক্ষঃস্থল এবং বাহুর সন্ধিস্থল বিন্দু সংখ্যা চৌত্রিশ-এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

৩৫। নাভির আশেপাশে উদরের স্থান বিন্দু সংখ্যা পঁয়ত্রিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৩৬। স্কন্ধ থেকে দু-আড়াই আঙ্গুল নীচে বাহুর স্পন্দন স্থান বিন্দু সংখ্যা ছত্রিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৩৭। বাম স্কন্ধের মায়া স্থান থেকে দু-আড়াই আঙ্গুল হাতে স্পন্দনের স্থানকে বিন্দু সংখ্যা সাঁইত্রিশ এর দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৩৮। ডান বাহুর মাংসপেশীর নিম্নের মোটা এবং বর্তুলাকার স্থানকে বিন্দু সংখ্যা আটত্রিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৩৯। মণিবন্ধের ঊর্ধ্বভাগ (নাড়ী) বিন্দু সংখ্যা ঊনচল্লিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৪০। অঙ্গুষ্ঠের পার্শ্ববর্তী করতলের স্থান বিন্দু সংখ্যা চল্লিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৪১। তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের প্রান্তভাগ বিন্দু সংখ্যা একচল্লিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৪২। কনিষ্ঠা বিন্দু সংখ্যা বিয়াল্লিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৪৩। করতলের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠের এক ইঞ্চি স্থান বিন্দু সংখ্যা তেতাল্লিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৪৪। করতলের পৃষ্ঠভাগ বিন্দু সংখ্যা চুয়াল্লিশ দ্বারা সংকেত করা হয়েছে।

৪৫। কনিষ্ঠা থেকে করতলের প্রান্তভাগ ধরে মণিবন্ধ রেখা পর্যন্ত বিন্দু সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৪৬। কনুইয়ের ছুঁচলো ভাগ বিন্দু সংখ্যা ছেচল্লিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৪৭। হাত মুড়লে কনুইয়ের ছোট হাড়ে যে ছুঁচলো দেখা যায় তা বিন্দু সংখ্যা সাতচল্লিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৪৮। পায়ের গুলির স্থান বিন্দু সংখ্যা আটচল্লিশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৪৯। জননেন্দ্রিয় বিন্দু সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৫০। ক) অন্ডকোষের স্থান পঞ্চাশ 'ক' তে দেখুন।
খ) সংকেতের অভাবে এই প্রচলিত নামেই গুহ্যদেশের ধারগুলিও বুঝতে হবে।

৫১। নিতম্বের নীচের বসার স্থানের (পাছা) সংকেতক বিন্দু একান্ন।

৫২। ক) ঊরুর ঊর্ধ্বভাগ বিন্দু সংখ্যা বাহান্ন 'ক' দ্বারা বুঝতে হবে।
খ) ঊরুর অন্তর্ভাগ বিন্দু সংখ্যা বাহান্ন 'খ' দ্বারা বুঝতে হবে।
ক) বাম পৃষ্ঠভাগ এবং ডান বসার স্থান প্রশ্নবাচক চিহ্ন 'ক' তে দেখুন।
খ) বাম পদের গুলির স্থান থেকে পার্শ্ববর্তী চিহ্ন এবং ডান নিতম্ব (বসার স্থান) প্রশ্নবাচক চিহ্ন 'খ' দ্বারা বুঝুন।

৫৩। জানু স্থানে কয়েকটা ভেদ রয়েছে। এখানে শুধু একটা মুখ্য স্পন্দনের বর্ণনা করা হয়েছে। মুখ্য স্থান বিন্দু সংখ্যা তিপান্ন দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৫৪। পদতল এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রান্তভাগের মধ্যেকার স্থান বিন্দু সংখ্যা চুয়ান্ন দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৫৫। ক) গোড়ালির মূল বিন্দু সংখ্যা পঞ্চান্ন 'ক' দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

খ) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে পদতলের পাশে পায়ের পাতাতে শ্রদ্ধার নির্ণায়ক স্থান বিন্দু সংখ্যা পঞ্চান্ন 'খ' দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৫৬। পদতলের পার্শ্ববর্তী ভাগ (কনিষ্ঠা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত) বিন্দু সংখ্যা ছাপান্ন দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৫৭। পদপৃষ্ঠের (পায়ের পাতা) বিন্দু সংখ্যা সাতান্ন দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

৫৮। পদতলের মাঝের স্থান কমল রেখা বিন্দু সংখ্যা ৫৮ 'ক' দ্বারা সংকেত করা হয়েছে। এর পার্শ্ববর্তী স্থান ডান বামে ৫৮খ, ৫৮গ, বামে ৫৮ঘ-এর বিন্দু দ্বারা বিচার করুন।

৫৯। চিবুক এবং হৃদয়ের মাঝের স্থান (কণ্ঠদেশ) বিন্দু সংখ্যা ঊনষাট দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে।

।। ওঁ ।।

অঙ্গ স্ফুরণ কেন হয়? কি নির্দেশ করে?

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

স্বয়ং শরীরা জল গয়া, জেহি মন ইচ্ছা জার।
অনুভব স্থল সন্ত হ্যাঁয়, বুদ্ধি মতে সংসার।।

অর্থ - সতত সাধনার পরিণামস্বরূপ মনের ইচ্ছাগুলি যখন সমূলে নষ্ট হয়, তখন স্বতই দেহগুলি লয়প্রাপ্ত হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ - তিনটি দেহেরই মায়াজন্য বন্ধন, শুভাশুভ সংস্কারগুলির ক্ষয় হয়। সাধু অনুভবের স্থান, অনুভবের অত্যন্ত সূক্ষ্ম দিকগুলির আশ্রয় গ্রহণ করে এগিয়ে যায়, পরন্তু সংসার বিশিষ্ট বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে চলে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

প্রভু তুষ্টত হী যন্ত্র হ্যায়, সবতন আদি ব অন্ত।
সংশোধন শুভ যোগ মে, নখ শিখ সাধে সন্ত।।

অর্থ - সদ্‌গুরুদেবের জাগৃতির পরিণাম স্বরূপ যখন ইষ্ট প্রভু দ্রবিত এবং সন্তুষ্ট হন তখন এই সমস্ত দেহই আদি-অন্ত, আপাদমস্তক যন্ত্ররূপে পরিবর্তিত হয়। এই দেহরূপ যন্ত্র থেকে সাধক যা উপলব্ধি করেন তা থেকে শুভ এবং কল্যাণকারী যৌগিক ক্রিয়াগুলি উত্তমরূপে সংশোধিত হতে থাকে। এই মাধ্যমেই সন্তগণ আপাদমস্তক ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা সব করায়ত্ত করেন।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

কৌন প্রয়োজন তনগতি, কেহি বিধি হরি দরসাত।
প্রতিশত অবিনাশী কথা, হরি করৈ বরসাত।।

অর্থ - প্রশ্ন - কোন্ বিশেষ প্রয়োজনের পূর্তির জন্য দেহ গতিমান হয় এবং স্ফূরিত হয়? কোন্ বিধি বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা হরিদর্শন হয়?

উত্তর - বস্তুতঃ সেই অবিনাশী, অজন্মা পরব্রহ্ম পরমাত্মার ব্যাখ্যা এবং তাঁকে বিস্তৃতভাবে জানা সম্ভব হয় তাঁরই কৃপাতে। এর ফলে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়। সেই প্রভুকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার বিধান রয়েছে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

ভক্ত হেতু নরতন ধরে, জন কী পাবন রীত।
পরম ভক্ত তন মে হরি, অন্য ভরম পরতীত।।

অর্থ - পরমভক্তের দেহ (নর দেহ) হরি গ্রহণ করেন, অবতারের এটাই শাশ্বত বিধান। অন্যত্র অবতরণের পরিকল্পনা অন্ধবিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়। এটাই নর দেহের বাস্তবিক পরিভাষা।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

জো সোচত হ্যায় হোয়গা, মায়া থল অবতার।
তে ভ্রম ভূলে ভার মে, মায়া ভার অভার।।

অর্থ - যারা এইরূপ চিন্তা করে যে, এই মায়াময় পৃথিবীতে কোন ভূ-ভাগ বিশেষে অথবা কাল বিশেষে পরমাত্মার অবতরণ হবে, তারা বস্তুতঃ ভ্রমিত এবং মায়ার প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

অঙ্গ ফড়কন সে দেত হরি, জন কো শুভ সন্দেশ।
সো বিধি হরি সন্দেশ কী, কথা সুনাবউঁ লেশ।।

অর্থ - ভক্তের পরম আশ্রয়, চরম লক্ষ্য হরি নিজের জনকে অঙ্গ স্ফূরণ দ্বারা শুভ এবং তৃপ্তি বিধায়ক সংবাদ দেন। ভগবৎ সন্দেশের এই বিশেষ বিধির আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

পরমধাম কা পথ চলে, বীচ ন রাখে লেশ।
সদ্‌গুরু কী সংগত করে, মিলে সদা সন্দেশ।।

অর্থ - সেই বিধি বিশেষের মাধ্যমে পরমধাম পরমাত্মার পথ সুলভ হয়। যাতে লেশমাত্রও পার্থক্য কখনও হয় না। কিন্তু সেই শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় সন্দেশ প্রাপ্তির মাধ্যম অভিজ্ঞ, পরিপূর্ণ সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য এবং সঙ্গতি। অতএব চিন্তন দ্বারা তাঁর চরণযুগলে প্রণত হলে এই সঙ্কেত লাভ করা সম্ভব।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

কৌন বোধ দে কা কহে, কেহি বিধি জনকে সঙ্গ।
পাবন অনুভূতি মহা, জন পাবে সত সঙ্গ।।

অর্থ - উপর্যুক্ত বার্তা কি নির্দেশ দেয়? কি বলতে চায়? এবং কোন্ বিশেষ বিধির মাধ্যমে সাধকের সংসর্গে থাকে? এই পরম পবিত্র প্রখর অনুভূতির প্রসার সৎসঙ্গে যিনি সতত অবগাহন করেন তিনিই বুঝতে পারেন।

চতুষ্পদী -

পরম তত্ত্বময় সুরতি ন ভাই।
সুরত বিলীন পরম সিধি পাই।।
ক্রমশঃ চলি পর পরস অনুপা।
তৎক্ষণ পরমারথ পথ ভূপা।।

অর্থ - হে ভ্রাতাগণ! সেই পরম তত্ত্বময়ী স্বরূপে সুরতির ক্রিয়াও সম্ভব নয়। বস্তুতঃ সেই ক্রিয়াত্মক সুরতি লয় হওয়ার পর পরমসিদ্ধি, পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। ক্রমশঃ চলতে চলতে মানুষ সেই অনুপম মহাপুরুষের স্পর্শ সান্নিধ্য লাভ করে এবং স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ সাধক পরমার্থ পথের সম্রাট হয়ে যায়। তিনি যোগাযোগের রহস্যের জ্ঞাতা, পরমযোগী, যোগিরাজ-এ পরিণত হন।

চতুষ্পদী -

ভূপ অনূপ পুন্য বিনু নাহীঁ।
সো সতগুরু পর পরসি মিলাহীঁ।।
এইসে গুরু উর পরসত জাহীঁ।
তা উর নিশিদিন অনুভব মাহীঁ।।

অর্থ - উপর্যুক্ত নিরূপম যোগিরাজ স্বরূপের উপলব্ধি পূর্বপুণ্য ব্যতীত সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি সদ্‌গুরুর কৃপাতেই সম্ভব। তিনি পরম এর স্পর্শ করিয়ে সাধককে সেই স্থিতিতে স্থিত হতে সাহায্য করেন। এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শী, তত্ত্বস্থ মহাপুরুষ সদ্‌গুরু যাঁর হৃদয় দেশে সঞ্চারিত হয়ে পথের বাধা অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে অবগত করান, সেই পুরুষের হৃদয় অহর্নিশ অনুভব দ্বারাই ওতপ্রোত থাকে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

অনুভব মে অলখিত লখে, গুরু হরি একৈ রঙ্গ।
পাদ তলে সে শীশ তক, কর বিলাস মন সঙ্গ।।

অর্থ - অনুভব মন এবং বুদ্ধির বিষয় নয়। এটা পরমতত্ত্ব পরমাত্মা এবং সদ্‌গুরুর প্রেরণা এর সঙ্কেত হল ইষ্টের নির্দেশ। যদ্যপি সেই ব্রহ্ম অলখ, অবাঙ্মনসগোচর অর্থাৎ বাণী, মন অথবা ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। তা সত্ত্বেও এই অনুভব সঞ্চারের মাধ্যমে সেই অলখ পরমতত্ত্বকে দর্শন করা সম্ভব হয়। এই অনুভব সঞ্চারে হরি এবং গুরু একে অপরের সমার্থবোধক শব্দ এতে স্ফূরণ আপাদমস্তক একরকম হয়, সময় অনুসারে বিভিন্ন স্থানে স্ফূরণ হয়। ক্রমশঃ সেই বিলাস এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে সাধনার একটা স্তরে মনে তরঙ্গ ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে অঙ্গ স্ফুরিত হয়ে ভাল মন্দ সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়।

শব্দার্থ - বিলাস করা = স্ফুরিত হওয়া।

চতুষ্পদী -

সো সব ভেদ বিলগ কর শাখা।
কতিপয় অন্তর জনহিত ভাখা।।
শীশ মধ্য ফরকত জন জানা।
ঈশ সংযোগ বচন সুখ সানা।।

অর্থ - সেই সমস্ত ভেদ-প্রভেদ পৃথক-পৃথক ভাবে সেগুলির শাখা-প্রশাখার কতিপয় পার্থক্যের সঙ্গে জন (ভক্ত)-এর হিত কামনায় বলব যাতে সে নিজের অবস্থান বুঝে চলে। সাধকের শিরমধ্যে স্ফূরণ হল ঈশ্বর সংযোগের সূচক। ব্রহ্ম বিষয়ক কোন কার্যে প্রগতি হবে। অর্থাৎ এটা প্রেরকের শুভ সূচনার্থ সঙ্কেত।

চতুষ্পদী -

শীশ মধ্য কছু[ং] দাহিন হোই।
ব্রহ্ম সংযুক্ত বচন কহ সোই।।
মধ্যভাগ সির[ঁ] বাম প্রচালা।
মায়া জানত সন্ত কৃপালা।।

অর্থ - সাধনার উপযুক্ত উচ্চতম স্থিতি অপেক্ষা নিম্নভূমিকা গুলিতে সামান্য ডানদিকে শীশ মধ্যে স্ফূরণ ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত প্রবাহ এই ইঙ্গিত করে। কেন্দ্র থেকে কিঞ্চিৎ বামে স্ফূরণ মায়িক প্রবাহের প্রধানতার প্রতিপাদক - এইরূপ কৃপা সাগর সন্তগণ উপলব্ধি করেছেন।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

কান উপরী[৪] ভাগ মে, ফড়কত সীধী চাল।
দাহিন বোলে সুখ সদা, বাম বোল দুঃখ হাল।।

অর্থ - কানের উপরের তীক্ষ্ম অগ্রভাগের পার্শ্ববর্তী শিরস্থানে (টেম্পোরাল বোনের আশেপাশে) যখন ডানদিকে স্ফূরিত হয়, তখন সেই সঙ্কেত সুখদায়ক এবং এইপ্রকার বামদিকের স্পন্দন কষ্টদায়ক।

চতুষ্পদী -

শীশ ভাগ[৫] পাছিল প্রভু থামা।
ফরকি পাহিনা কবহুঁ কি বামা।।
দাহিন সিদ্ধ দরস শুভ হোই।
বাম ফরক বাধা কহ কোই।।

অর্থ - মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগ (সেন্টার অফ অক্সিপিটাল বোন) স্ফুরিত হলে এবং এর ডান-বাম ভাগ স্ফুরিত হলে সিদ্ধাবস্থার দিগ্‌দর্শন হয়। মূর্ধাতে কিঞ্চিৎ বামদিকের স্ফুরণ ছোট-বড় বাধার সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়। এর ঠিক বিপরীত ডানদিকের স্ফুরণ সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়। সেই দীনবন্ধু ইষ্ট সদ্‌গুরু দীর্ঘকাল পর্যন্ত অভ্যাসের ফলস্বরূপ যখন লভ্য হন তখন প্রাপ্তি সমর্থক স্থানগুলিতে আদেশ দেন এবং সিদ্ধস্থানে প্রভুই আদেশ নির্দেশ দেন। স্ফুরণ দ্বারা শুধু ইষ্টের আদেশ প্রসারিত হয়।

চতুষ্পদী -

শিব শক্তি কা স্পন্দন শাখা।
ব্রহ্ম জ্ঞান শুভ শক্তী জাকা।।
ফরকত মধ্য পৃষ্ঠকে বীচা[ঁ]।
দাহিন সত্য বাম কছু নীচা।।

অর্থ - মস্তকের ঠিক উপরে ব্রহ্মস্থান এবং এর পিছন দিকে মূর্ধার মধ্যেকার দূরত্ব আট আঙ্গুল মাত্র। এই স্থান স্ফুরিত হলে জ্যোতির্লিঙ্গ পার্থিব স্বরূপ শঙ্কর, সেই পরমাত্মা পার্থিব জড় তত্ত্ব দ্বারা নির্মিত স্থূল দেহে প্রকট হন। তিনি সীমা থেকে অবাধিত সেইজন্য তাঁকে শিব শব্দে সম্বোধন করা হয়। মূর্ধা থেকে চার আঙ্গুল উপরে স্ফূরিত হলে এই দেহে পরমতত্ত্বের পূরক, ব্রহ্মের স্থিতিযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান নিজের শাখা প্রশাখাতে লাভ হয়। সেই শিব এবং শক্তিকে আত্মানুভূত ব্রহ্মজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং প্রত্যক্ষীকরণ জানবেন।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

মধ্য কহত হৌঁ শীশকে, পৃষ্ঠ বিভাজন শীশ।
সদা সত্য মন সাধ রত, পাবন পথ গুরু ইশ।।

অর্থ - উপর্যুক্ত পৃষ্ঠভাগ মস্তকেরই পিছনের অংশকে বুঝতে হবে এবং মধ্যভাগও মস্তকের কেন্দ্রস্থল। ভজন সম্পর্কিত ব্রতই হল ব্রত; অন্য কিছুকে ব্রত বলা যেতে পারে না। এই ঈশ্বর-অর্পণ ব্রতীর জন্য সদৈব সত্য। বস্তুতঃ ঈশ্বরই সাধকের হৃদয় দেশে রথী হয়ে তাকে ভজনাতে প্রবৃত্ত করেন এবং নিরন্তর তাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

চতুষ্পদী -

দাহিন নেত্র দরস সুধি সুন্দর।
যা প্রত্যক্ষ সন্ত সুখ মন্দির।।
বাম চলত শুভ দরসন নাহীঁ।
পথ বিরোধ বহু রূপ লখাহীঁ।।

অর্থ - দক্ষিণ নেত্রের স্ফুরণ শুভ দর্শন, স্থিত প্রজ্ঞ মহাপুরুষের দর্শনের দ্যোতক। বাম নেত্রের ভগবৎপথ বিরোধী জীব-জন্তু, কুসঙ্গতি, অশুভ দর্শনের পরিচায়ক।

চতুষ্পদী -

উপর[৭] পলক উপরী দেখা।
শুভ কর্তার কি অশুভ বিশেষা।।
উপর পলক জগত বহু দর্শন।
শুভ কোই রূপ কি অশুভ অদর্শন।।

অর্থ - চক্ষুর উপরের পলক স্ফুরিত হওয়ার তাৎপর্য হল জগতের বিভিন্ন স্বরূপের দর্শন এবং বাম পলকের স্ফুরণ দ্বারা অশুভ অদর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

নিম্ন[৮] পলক ফরকন লগী, বাঁয় দাঁয় গতি দোয়।
হৃদয় সজাতীয় সঙ্গ মে, তথা বিজাতীয় হোয়।।

অর্থ - চক্ষুর নীচের পলকের স্ফুরণ সজাতীয়-বিজাতীয় পরিণাম স্পষ্ট করে। ডানদিক স্ফুরিত হলে হৃদয়ে সজাতীয় এবং কল্যাণকর দৈবী ধারার সঙ্গে যোগাযোগ ইঙ্গিত করে। বাম পলকের স্পন্দন হৃদয়ের বিজাতীয় ভাবগুলির জন্য অকল্যাণকর আসুরিক প্রবৃত্তির প্রবাহে প্রবাহিত হওয়া জ্ঞাপন করে।

চতুষ্পদী -

ফরকত দাহিন পরম প্রকাসা।
অন্তর রূপ সজাতীয় খাসা।।
বিজাতীয় বিঘ্নী রত হোই।
বাম পলক কহ সন্তন সোই।।

অর্থ - সন্তগণ এইরূপ অনুভব করেছেন যে, দক্ষিণ পলক স্ফুরিত হলে অন্তস্থলে পরম প্রকাশময় সজাতীয় ধারা অত্যন্ত বেশী প্রবাহিত হয় একথা প্রমাণিত করে। যখন বাম পলক নীচে স্ফুরিত হয়, তখন বিজাতীয় প্রবৃত্তি বিঘ্নরত থাকে।

চতুষ্পদী -

আঁখিন[৯] কোনা ফড়কি সহারা।
দেত সদা উর জীত কি হারা।।
কর প্রহার কি হোত উবারা।
গোলী গররর বম্ব প্রসারা।।

অর্থ - কর্ণের দিকে চক্ষুর কোণ স্ফুরণ পরম হিতৈষী প্রভু প্রেরণা দ্বারা হৃদয় দেশে জিত এবং হার ইঙ্গিত করে। দক্ষিণ চক্ষুর কোণ জিত এবং বাম চক্ষুর কোণ হার ইঙ্গিত করে। সেই সঙ্গে গুলি, বোমা, নানা প্রকারের অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা অথবা এই প্রকারেরই কোন অন্য উপকরণ দ্বারা আহত হওয়া জ্ঞাপন করে। আক্রমণ থেকে রক্ষা ডান চক্ষুর কোণ স্ফুরণ দ্বারা বিদিত হয়।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

দাহিন কতিপয় রোক হ্যায়, বাম গোলিয়োঁ মার।
সব জগ মে দরসত রহৈ, বিবুধ ধূম রুখ রার।।

অর্থ - দক্ষিণ চক্ষুর কোণ স্পন্দিত হয়ে মৃদু সাংঘাতিক (ছোট-বড়) আঘাত নির্দেশ করে এবং একে আটকানো, রক্ষার উপায় করে। এই প্রকার বাম চক্ষুর এই স্থান বিশেষ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা আঘাত, প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত প্রস্তুত করে। হরির ইচ্ছাতে সেই পুরুষ এই প্রকার পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হন।

চতুষ্পদী -

চিন্তন কাল শ্বাস গতি দেখী।
কর সঙ্কেত নাসিকা নেকী।।

দাঁয় নাসিকা দে নিরুআরা।
স্বাঁস সুরত সংগত সহ ধারা।।

অর্থ - দক্ষিণ নাসিকার (ছিদ্রের আশেপাশে) স্পন্দন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে যজ্ঞে প্রবেশের সঙ্কেত দেয়। সেই ব্যক্তির শ্বাস সম হলে কুতর্কগুলি প্রশমিত হয়েছে বুঝতে হবে।

শব্দার্থ - নেকী (নেকু) = অল্প পরিমাণ

চতুষ্পদী -

অন্দর[১০] রুখ স্বাঁসা শুভ ফরকী।
স্বাঁস যজ্ঞ সমকোণ কুতর্কী।।
সত প্রতিরোধ নাসিকা বায়ীঁ।
মায়া মলিন প্রহার জনায়ী।।

অর্থ - দক্ষিণ নাসিকার ছিদ্র (দক্ষিণ শ্বাস) যদি ভিতরের দিকে স্পন্দিত হয় তবে নিশ্বাসে প্রশ্বাসের যজ্ঞ সমান স্তরে অনুষ্ঠিত হয়, এই অবস্থাতে কুতর্ক হয় না। যদি বাম নাসিকা স্পন্দিত হয় তবে মায়ার মলিন প্রভাব বিজাতীয় পরমাণু স্পষ্ট হতে শুরু করে, যা সত্যের অবরোধক।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

বায়ীঁ ফড়কন কহত হ্যায়, স্বাঁস মায় সঙ্গ দৌড়।
ফড়কি সচেতন দেত হ্যাঁয়, আপন আশ্রিত মোড়।।

অর্থ - বাম নাসিকার স্পন্দন শ্বাসের মায়ার রাজ্যে বিচরণ নির্দেশ করে। এই প্রকার ভগবান সব অঙ্গের মাধ্যমে ভক্তের অপবল, অহঙ্কার দূরীভূত করেন এবং তাকে নিজের অনুরূপ গড়ে তোলেন।

চতুষ্পদী -

পূর নাসিকা কর দো ভাগা।
মধ্যহি[১১] ফরকত জব চিত জাগা।।
দাহিন ভজন যুক্ত চিত রঙ্গা।
বাম ফড়ক নাসত সত সংগা।।

অর্থ - সামান্য গতিবিধির মাঝে যখন নাসিকার মধ্যভাগ স্পন্দিত হয় তখন বুঝতে হবে যে, চিত্ত জাগ্রত। এর দক্ষিণ ভাগ ভজনের যুক্তিতে চিত্তের অনুরক্তি ইঙ্গিত করে। এর বিপরীত বামভাগ স্ফুরণ ভক্তের সৎসঙ্গে হ্রাস এবং চিত্তের দূষিত সঙ্কল্পগুলি নির্দেশ করে।

চতুষ্পদী -

ত্রিকুটী বীচো[১২] বীচ সুলেখা।
হৃদয় বিলোকহু গুরু কর রেখা।।

গুরুবর রূপ দেখ উর মাহীঁ।
ক্রমশঃ ধ্যান ধরহিঁ মন আহীঁ।।

অর্থ - দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানের স্ফুরণ শুভ লিখন, শুভ সংস্কারের নির্দেশ করে। হৃদয় রাজ্যে ইষ্ট-রূপের ধ্যান নির্দেশ করে। সদ্‌গুরুর স্বরূপ ধারণ করিয়ে ক্রমশঃ ধ্যানে প্রবৃত্তি প্রদান করে। বলার আশয় এই যে, এতে এতটুকুই ভক্তির প্রয়োজন হয় যে, যাতে অবিলম্বে ধ্যানে মগ্ন হওয়া যায়।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

ধ্যেয় অরু ধ্যাতা ধ্যান মে, মনবা ইষ্ট অনুরূপ।
হোবত হী ফরকন লগে, ত্রিকুটী অনুভবানূপ।।

অর্থ - ললাটের স্ফুরণ দ্বারা ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় তিনটিই একরূপ হয়ে যায়। মন সংযত প্রবৃত্তির সঙ্গে ইষ্টের অনুরূপ স্থির হয়ে যায়।

চতুষ্পদী -

ত্রিকুটি[১৩] অংশ ভর বাম প্রচালী।
তৎক্ষণ বাম বৃত্তি চিত জালী।।
ধ্যান করত কহুঁ দাহিন চালী।
লগিহৈ ধ্যান যত্ন করু হালী।।

অর্থ - ধ্যানে নিযুক্ত এবং প্রযত্নশীল অবস্থাতে ললাটের কিঞ্চিৎ বামদিকে স্পন্দিত হলে সেই চিত্ত বাহ্যিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত একথা প্রকাশ করে। ধ্যানকালে সূত্র (সূত) ললাটের একচুল ডানদিকের স্পন্দন সাধকের সফলতা নির্দেশ করে। অর্থাৎ যে বৃত্তি ধ্যান প্রগাঢ় হতে সাহায্য করে তা প্রবল, পরিণামস্বরূপ ধ্যান প্রগাঢ় হবে। সেই সঙ্গে প্রযত্ন করার জন্য অন্তর থেকে উৎসাহ পাওয়া যায়।

চতুষ্পদী -

ভ্রূ[১৪] বিলাস দাহিন শুভকারী।
ভাবি লাভপ্রদ জন সুখকারী।।
বাম বিলাস ভাবী কর হানী।
প্রকট পুরাতন মহিম বিলানী।।

অর্থ - দক্ষিণ ভ্রুর স্পন্দন কৃপার দ্যোতক এবং ভাবী মঙ্গল নির্দেশ করে। দক্ষিণ ভ্রু স্পন্দিত হলে সাধক সুখ অনুভব করে। এর বিপরীত যদি বাম ভ্রু স্পন্দিত হয় তবে ভবিষ্যতে কোন লোকসান এবং প্রভুর প্রকট মহিমার উপরও আবরণ চড়া সম্ভব।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

দাহিন বাম[১৫] ললাট মে, ফরকত নিজ নিজকার।
দায়াঁ নির্ণয় মে মতি, এক মে মলিন বিচার।।

অর্থ - দক্ষিণ-বাম ললাটের স্ফুরণ নিজের ভিন্ন ভিন্ন কার্যকে অভিব্যক্ত করে। বৌদ্ধিক নির্ণয় যুক্তিসঙ্গত দক্ষিণ ললাট থেকে এবং মলিন বিচার বাম ললাটের স্পন্দন থেকে জ্ঞাত হয়। যখন সৎ-অসৎ নির্ণয়ের সুযোগ আসে এবং সকল প্রকারে আমরা অসত্যকে সত্য বলে মনে করি সেই অবস্থাতে বাম ললাট স্পন্দিত হয়ে এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে। এর বিপরীত যখন আমরা সত্যকে মিথ্যা বলে মনে করি, তখন দক্ষিণ ললাট স্পন্দিত হয়ে বলে যে, আপনার নির্ণয় ভুল।

চতুষ্পদী -

কবহুঁক জন চিন্তিত মন ভারী।
সমুঝি ন পরই ঝুঠ সতকারী।।
তব প্রভু মস্তক মাহিঁ ইশারা।
দেত ঝুঠ অরু দাহিন সারা।।

অর্থ - কখনও কখনও সাধক সুখদায়ক সত্য এবং দুঃখদায়ক অসত্যের মধ্যে ভেদ করতে পারে না, বুদ্ধি ব্যাকুল হয়ে ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, মানসিক আলোড়নের এই দ্বন্দ্বে ভাববিভোর প্রভু বাম ললাটের স্পন্দন দ্বারা মিথ্যা এবং ডান ললাটের স্ফুরণ দ্বারা বিচার যে যথোপযুক্ত তা অনুমোদন করেন।

চতুষ্পদী -

নিকট ভবিষ্য কছু সুন্দর হোনী।
ভ্রু[১৬] নাসিকা পাস গত ছোনী।।
মন গত হানি বাম হী জানা।
নাক পাস সিহরণ পহচানা।।

অর্থ - নাসিকার নিকটে দক্ষিণ ভ্রুর স্পন্দন আসন্ন ভবিষ্যতে (২৪ ঘন্টার মধ্যে) কোন শুভ ঘটনা ঘটবে একথা ইঙ্গিত করে। এর ঠিক বিপরীত বাম ভ্রু নাসিকার সন্নিকটে স্পন্দিত হয়ে মনের মলিনতা ইঙ্গিত করে। সাধককে সাবধান হয়ে সাধনারত হওয়া উচিত।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

দায়াঁ[১৭] শ্রবণ সিহর জো, সাথ দেত রঘুবীর।
জো কুছ বাণী জগত মে, উঠি সাধ্য সম সীর।।

অর্থ - ডান কান স্পন্দিত হয়ে জীব-জগতের বিষম পরিস্থিতি এবং বিষম পরিবেশেও সাধনোপযোগী বাণী শ্রবণ করার সুযোগ ঘটে, শ্রবণ করার জন্য ইষ্টের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ হয়। সারাংশ এই যে ভগবান আড়ালে থেকে সঙ্কেত দেন যে, শ্রবণে অবহেলা যেন না হয়।

চতুষ্পদী -

বাম কান ফড়কে জব ভাই।
তেহিঁ বাণী সুখ সকল ন সাই।।
কাহে ন হো ওয়হ অমৃত বোলী।
কবহুঁ ন সন্ত সুনেঁ তেহিঁ তোলী।।

অর্থ - অমৃত তুল্য বাণীও বাম কর্ণ স্পন্দিত হওয়ার পর শ্রবণ করা উচিত নয়। সাধুদের মতানুসারে এইরূপ বাণী শ্রবণের ফলে সমস্ত সুখের নাশক ভাব মনকে আচ্ছন্ন করে এবং চরম দুঃসময় শুরু হয়।

চতুষ্পদী -

দায়াঁ সিহর ওষ্ঠ[১৮] জব হোই।
বচন প্রসারহু গুরু রুখ সোই।।
জো কহুঁ বামহিঁ ওষ্ঠ প্রচালা।
চুপ সাধহূ কষ্ট তেহিঁ কালা।।

অর্থ - বলার সুযোগ লাভ হলে সেই সময় যদি দক্ষিণ ওষ্ঠ স্পন্দিত হয় তবে একে সদ্‌গুরুর প্রেরণা বুঝতে হবে। অতএব বলা এখানে শ্রেয়ষ্কর। এর বিপরীত বাম ওষ্ঠ স্পন্দিত হলে বলা অনিষ্টকর, অতএব এখানে মুখ খোলা উচিত নয়। যদি অবহেলা করা হয় তবে আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনের অপরাধে ইষ্টদেব রুষ্ট হবেন।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

বিধু পিযূষময় বচন শুভ, গাল ফড়ক[১৯] জো দহিন।
বাম চলত মে জল্পনা, বিষ করালহ মৃত নহিন।।

অর্থ - দক্ষিণ গণ্ডদেশের স্পন্দন অমৃততুল্য বিচারের সঙ্কেত। বার্তালাপের সময় এইরূপ হওয়ার অর্থ উচ্চারিত বাণী অমৃত তুল্য। বাম গণ্ডদেশের স্ফুরণ মনে উদিত বিচার ধারার করালতা, বিষাক্ততার পরিচায়ক। এইরূপ প্রসঙ্গে বলা দূরের কথা, চিন্তনেও বিরতি দেওয়া উচিত।

চতুষ্পদী -

ছোট মোট বাধা বুধি খোবত।
তব হরি ঠোঢ়ী মধ্য[২০] বিগোবত।।
শমন হেতু ফড়কহিঁ চট দায়ীঁ।
বাম ঠোঢ়ি খতরা করি জায়ী।।

অর্থ - যখন অল্প-স্বল্প বাধাগুলি বুদ্ধিকে নাশ করে তখন সঙ্কটের সঙ্কেত এবং এই সঙ্কট থেকে মুক্তি চিবুক স্পন্দিত হয় জানিয়ে দেয়। প্রভু চিবুকের মাধ্যমে সঙ্কেত দেন। বিপদ কেটে গেলে দক্ষিণ চিবুকে কম্পন হবে। বাম চিবুকের স্পন্দন বিপদের আগমন স্পষ্ট করে।

চতুষ্পদী -

দায়ীঁ গরদন[২১] পীছে ডোলা।
নমন হেতু সুখময় হরি বোলা।।
বাম ফরক জব রোক অনূপা।
কী প্রণাম থল অনভল রূপা।।

অর্থ - দক্ষিণ গ্রীবার পৃষ্ঠভাগের স্পন্দন কোন স্থানে প্রণাম করার সঙ্কেত দেয়। এটা ভগবানের নির্দেশ বলে তা পালন করা উচিত। কিন্তু যখন গ্রীবা বামদিকে স্পন্দিত হয় তখন বুঝতে হবে যে, ব্যক্তি যেখানে দাঁড়িয়ে সে স্থানে প্রণামের কোন প্রয়োজন নেই। সেখানে প্রণাম করলে কোন লাভ হবে না।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

পাবন প্রভু কী প্রেরণা, কন্ধা[২২] ফড়কে সোঝ।
বাম কন্ধ ফড়কন লগা, মায়া প্রেরিত শোধ।।

অর্থ - দক্ষিণ স্কন্ধের স্ফুরণ প্রভুর পবিত্র প্রেরণা এবং প্রভু প্রেরিত সঙ্কল্পের সূচক। এই প্রকার বাম স্কন্ধের স্ফুরণ মায়া দ্বারা প্রেরিত বুঝতে হবে।

চতুষ্পদী -

ফড়কত নোক[২৩] পখৌড়া পীঠী।
বাঁহ জোড়কর অস্থী দীধী।।
পূরা মন চঞ্চল জব হোই।
অথবা ভজন ভাব মে গোই।।

অর্থ - পৃষ্ঠদেশে হস্তদ্বয়ের গ্রন্থিমুখের নিম্নভাগের সন্নিকট একটা অস্থির ছুঁচালোভাগ আছে। যখন দক্ষিণ দিক্ স্পন্দিত হয় তখন সমগ্র স্তরে মনের সন্তোষজনক অবস্থা বুঝতে হবে। অর্থাৎ সেই সময় মন ভজনার ভাবে সংযুক্ত থাকে। মন বিকারে যুক্ত, বিচলিত মন অস্থির বাম ছুঁচালো ভাগের স্পন্দন দ্বারা ধ্বনিত হয়।

চতুষ্পদী -

ভজন ভাব রত দাহিন নোকা।
বাম নোক মন সর্বস ধোকা।।
সচল[২৪] পীঠ ভজনহিঁ অনুসারা।
সোবহুঁ জাগহুঁ সতগুরু সারা।।

অর্থ - সমস্ত মন জুড়ে ভজন চিন্তন এবং ভক্তির উত্থান পতনের অনুরূপ অস্থি-এর ছুঁচালো ভাগ স্পন্দিত হয়। চিন্তন ভজনাতে প্রবৃত্তি দক্ষিণ দিকের স্পন্দন দ্বারা এবং চিন্তনে বিক্ষেপ বাম দিকের স্পন্দন দ্বারা জ্ঞাত হয়। এছাড়া পৃষ্ঠদেশের অন্যান্য স্থানের স্পন্দন ভজনা প্রসারে সহযোগ নির্দেশ করে। দক্ষিণ পৃষ্ঠ স্ফুরিত হওয়ার অর্থ হল

সদ্‌গুরু সহ্যশক্তি বেশী বাড়াতে বলছেন, বাম দিক স্পন্দিত হলে শুতে বারণ করে। এই নির্দেশে ভূমিতে পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করানোও বারণ।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

সোয়ে চিন্তা মন ক্ষতি, ফড়কত বায়েঁ জান।
দাহিন হরি প্রেরিত করৈঁ, সোয়ে সব কল্যাণ।।

অর্থ - বাম পৃষ্ঠদেশ স্ফুরণের সময় নিদ্রা গেলে চিন্তা এবং বিশেষ মানসিক ক্ষতি হয়। দক্ষিণ পৃষ্ঠদেশের স্পন্দন শোয়ার জন্য প্রভুর সঙ্কেত।

চতুষ্পদী -

সেবত বসন শোধি মন রোকা।
বিমল বিরাগ হেতু লখি ধোখা।।
দায়ীঁ পীঠ ধারে শুভ হোই।
ঈশ প্রসাদ পরখ যুত সোই।।

অর্থ - নতুন বস্ত্র পরিধান করার সময় বিমল বৈরাগ্য রক্ষা করার জন্য ইষ্ট মনের আসক্তি ইত্যাদি শোধন করে আবশ্যক অনুসারে নিষেধ করেন। বাম পৃষ্ঠভাগ স্ফুরিত হয়ে এই সঙ্কেত দেয়। কিন্তু দক্ষিণ পৃষ্ঠদেশের স্ফুরণ বস্ত্র ধারণের শুভ পরিণাম, বৈরাগ্যে সহায়ক, অনাসক্তি দৃঢ় করে, এইরূপ বস্ত্র প্রভু প্রসাদের দ্যোতক, অতএব পরিধান করা উচিৎ।

চতুষ্পদী -

বাম প্রচালি বসন দর মাহীঁ।
সঙ্গদোষ দুঃখময় ভল নাহীঁ।।
লোকদৃষ্টি পুষ্পাণি সঁওয়ারা।
বসন বিশিষ্ট মহাদুখ কারা।।

অর্থ - যখন বাম পৃষ্ঠভাগ স্ফুরিত হয় তখন সুবস্ত্র মনে হলেও তা শুভ নয়, পরিধান করা নিষেধ, কারণ এইরূপ বস্ত্র পরিধান করলে দোষ উৎপন্ন হবে। যা দুঃখপ্রদ, ক্ষতিকর অতএব অপরিধেয়। লোকদৃষ্টিতে পুষ্প সদৃশ বাহারি বস্ত্রও দুঃখের কারণ হতে পারে। হ্যাঁ দক্ষিণ পৃষ্ঠের স্ফুরণ বস্ত্রের অনুকূলতার সঙ্কেত।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

জন জানত জো হরিদ্রবে, প্রভু সব রূপহিঁ দেখ।
আগম অনুভব পর কথা, কিন পায়া হ্যায় লেখ।।

অর্থ - অনুভবের উপর নির্ভরশীল এই পথ আপনার বিশিষ্ট বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না। ভক্ত সেটুকুই জানতে পারে যতটা ইষ্টদেব দয়ার্দ্র হয়ে জানিয়ে দেন। প্রভু সকল স্থানে নিজের ভক্তের গতিবিধি এবং রূপ লক্ষ্য করেন। আগম-অনুভূতি ভবিষ্যৎ ইত্যাদির

ত্রিকালাতীত সত্যের উদ্‌ঘাটন কখনও কি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে? কখনই না। এ তো প্রভু কৃপাজন্য ক্রিয়াত্মক অনুভূতি।

চতুষ্পদী -

জন মন ব্যথা ব্যথিত তন জানী।
সন্ত সহহিঁ ইচ্ছা বলবানী।।
জব ওয়হ সন্ত সহত তন জাহীঁ।
তা ছন বাম পীঠ সুধি নাহীঁ।।

অর্থ - স্বরূপে স্থিত মহাপুরুষগণের অঙ্গ স্ফুরণ তাঁদের নিজেদের জন্য হয় না পরন্তু এই স্ফুরণ হয় ভক্তদের কল্যাণার্থে। যখন কোন ভক্ত সাংঘাতিক রোগের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন তখন মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় ভক্তের ব্যথা হরণ করে নিজে তা ভোগ করেন এবং ভক্তকে চিন্তামুক্ত করেন। এইরূপ স্থিতিতে সেই রোগ যে তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে বাম পৃষ্ঠদেশ স্ফুরিত হয়ে তার সঙ্কেত দেয়। পূজ্য শ্রী গুরুদেব ভগবান উপযুক্ত পরিবেশে মরণাপন্ন রোগীদের রোগও পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই হরণ করতেন এবং স্বয়ং কয়েকদিন কষ্টভোগ করতেন।

চতুষ্পদী -

বিশ্ব দীখ নিজ আতম জইসে।
দয়া প্রবাহ ভেদ নহীঁ কইসে।।
তব দায়াঁ অধ্যাত্ম অরূপা।
বাম[২৫] বগল খণ্ডন রতি কূপা।।

অর্থ - যখন এই চরাচর বিশ্ব স্বীয় আত্মা এবং স্বীয় অঙ্গের সদৃশ বোধ হবে এবং অন্তঃকরণে দয়া প্রবাহিত হবে, তখন হাতের নীচে দক্ষিণ বাহু মূলের নিম্নদেশের স্ফুরণ অদৃশ্য হলেও অধ্যাত্ম স্বরূপের পুষ্টি করে। বাম বাহুমূলের নিম্নদেশের স্ফুরণ আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা থেকে নিরস্ত করে এবং মায়াময় প্রবৃত্তির বিপুল বিস্তারের সঙ্কেতক।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

চার অঙ্গুল বগলী তজা, ফরকী দাহিন[২৬] পীঠ।
অধ্যাত্ম মন পুষ্ট হ্যায়, বাম মন্দ গতি দীখ।।

অর্থ - দক্ষিণ বাহু মূলের নিম্নদেশ থেকে চার আঙ্গুল পৃষ্ঠদেশের দিকে স্ফুরণের আশয় হল আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়াতে মন ধীর এবং দৃঢ়। বাম বাহু মূলের নিম্নদেশ থেকে চার আঙ্গুল পৃষ্ঠ দেশের দিকের স্ফুরণ আধ্যাত্মিক চিন্তাতে শিথিলতার সঙ্কেত দেয়।

চতুষ্পদী -

নাভি সমানান্তর কটি[২৭] দেশা।
ভজন প্রচালি দহিন ভজনেশা।।

ভজন বিহীন বিকল মন কায়া।
প্রেরি বাম কটি হরি দরসায়া।।

অর্থ - নাভির সমান্তর কটিদেশের স্পন্দন ভজনা করার নির্দেশ দেয়। ভজনা করার সময় যদি এই স্থানে স্পন্দন হয় তবে তা এই নির্দেশ করে যে, ভজনার প্রবাহ সন্তোষজনক। বাম কটি স্ফুরণ এর ঠিক বিপরীত ফল নির্দেশ করে। ভজনা বিহীন মন এবং কায়ার ব্যাকুলতা, ভজনাতে ন্যূনতার জ্ঞান বাম কটিদেশ স্ফুরণ দ্বারা হয়।

চতুষ্পদী -

ভূতি সীখ বহুবিধি হরি রাখী।
ভূত ভাবি ভব জ্ঞান একাকী।।
জস সংযোগ হোইহ্যা তস ধাবা।
সূক্ষম মাধ্যম থল জিমি পাবা।।

অর্থ - অনুভব বোধের অনেক সাধন ইষ্ট দ্বারা সঞ্চালিত হতে থাকে যেগুলি দ্বারা ভূত, ভবিষ্যত, ভব (বর্তমান) এবং নির্জনের স্থিতিগুলির সম্বন্ধে জানা যায়। মায়ার পরত অথবা ঈশ্বর সূক্ষ্মতার মাধ্যম দ্বারা যেরূপ যোগাযোগ হয় সেইরূপ অনুভবে প্রসারিত হয়। যেমন - সূক্ষ্ম স্থান আসে, সেই ক্রমেই অনুভবের পরিমার্জিত রূপ শুদ্ধ হতে থাকে।

শব্দার্থ - ভূতি = অনুভূতি এবং অনুভব ক্রম।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

বগলী সীধী চাল মে, কমর[১৮] কাঁখ কে বীচ।
দাহিন মে তন বল বঢ়ে, বাম পড়া ওয়হ কীচ।।

অর্থ - কটিদেশ এবং বগলের মাঝের দেহ স্থানের স্পন্দন দক্ষিণ দিকে শারীরিক সবলতার প্রতীক এবং ঠিক সেইস্থানে বামদিকের স্পন্দন শারীরিক ক্ষীণতা, অস্বাস্থ্যকর ভোজন এবং রোগের আগমনের অগ্রিম সূচনা প্রদান করে।

চতুষ্পদী -

ভজন ভেদ বহু ভেদ জনাহীঁ।
খানপান চিন্তা শুভ জাহীঁ।।
লিখন হেতু দুঃখ দোষ নিওয়ারা।
ভজন ভাব বল জানহিঁ সারা।।

অর্থ - ভজনার বিভিন্ন রহস্যের নির্ধারণ ভগবানই করেন। খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির সময় অথবা বিষম পরিস্থিতিতেও কল্যাণ অভিলাষী ব্যক্তি অনুভব-সঙ্কেত লাভ করে। লিপিবদ্ধ করার একমাত্র কারণ হল দুঃখ-দোষ থেকে নিবৃত্তি। ভজনা এবং ভক্তির জোরে ভক্ত অনুভবের সমস্ত স্তর সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পরও পরমপথেই অগ্রসর হয়।

চতুষ্পদী -

তন সংযুক্ত মন মহঁ কমজোরী।
কী মনসা তন চিন্তন ভোরী।।
তব তব ফড়কি পীঠি দিসি পাসা।
বদন বোধ জহঁ চিহ্ন[২৯] প্রকাসা।।

অর্থ - বগল এবং কটিদেশের ঠিক মধ্যভাগের স্ফুরণ দ্বারা দেহ সম্বন্ধে জানা যায়। এর পার্শ্ববর্তী স্থান পৃষ্ঠদেশের দিকে দক্ষিণ অঙ্গের স্পন্দন দেহ-সম্বন্ধীয় মনের দৃঢ়তার সূচক অর্থাৎ দেহের ক্লেশে মন অবিচল থাকে। কিন্তু বাম অঙ্গে এই স্থানেরই স্পন্দন দেহ বিষয়ক মনের দুর্বলতার বোধক।

শব্দার্থ - তন সংযুক্ত = দেহ বিষয়ক।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

বায়াঁ মন তন চিহ্ন হ্যায়, দায়াঁ চিন্ত ন হোয়।
তন সঙ্কেতক চিহ্ন তজি, পীঠ মে অঙ্গুল দোয়।

অর্থ - কটিদেশ এবং বগলের মধ্যে বিন্দু থেকে দু'চার আঙ্গুল পৃষ্ঠদেশের দিকে দক্ষিণ অঙ্গের স্ফুরণ মনকে দেহ চিন্তা থেকে মুক্ত ইঙ্গিত করে। বাম অঙ্গে ঠিক এই স্থানে স্ফুরণ শারীরিক ক্ষীণতা নিয়ে মন চিন্তাগ্রস্ত একথা ইঙ্গিত করে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

ভজন বিন্দু সে অলগ জুগ, অঙ্গুল পীঠী[৩০] ওর।
দায়েঁ চলে সংযুক্ত বল, বায়েঁ মন বল থোর।।

অর্থ - দক্ষিণ কটিদেশে ভজন চিহ্ন থেকে দু'আঙ্গুল পৃষ্ঠদেশের দিকের স্ফুরণ মন ভজন বলে সংযুক্ত একথা নির্দেশ করে। এই স্থানেই বাম অঙ্গের স্ফুরণ ভজন-বল ন্যূন একথা নির্দেশ করে।

চতুষ্পদী -

তজি যুগ অঙ্গুল ভজন সঙ্কেতা।
পৃষ্ঠ এক শুভ অনভল দেতা।।
কহুঁ যুগ অঙ্গুল উদর[৩১] পসারা।
ভজন অন্ন তৃপ্তী ক্ষুধ হারা।।

অর্থ - কটি স্থিত ভজনা বিন্দু থেকে দু'আঙ্গুল পরিমান দক্ষিণ পৃষ্ঠদেশের স্পন্দন ভজনাপরায়ণ মানসিক প্রবৃত্তির এবং ঠিক সেই স্থানেই বামাঙ্গের স্ফুরণ ভজনবৃত্তির ন্যূনতার বোধক। এই ভজন বিন্দু থেকে দু'আঙ্গুল উদরের দিকে দক্ষিণাঙ্গের স্ফুরণ ভজনরূপী অন্ন দ্বারা পূর্ণ আত্মিক তৃপ্তির বোধ হয়। এর বিপরীত বামাঙ্গে এই স্থানের স্পন্দন ভজনরূপী অন্নের অভাবে এই আত্মা ক্ষুধিত এই সঙ্কেত পাওয়া যায়। অতএব এইরূপ দশাতে তৎকাল চিন্তন ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

টীকা - ভোজনের দুটি প্রকার। এক প্রকারের ভোজনে পঞ্চভৌতিক দেহ তৃপ্ত হয়। এর অন্তর্গত চাল, গম ইত্যাদি খাদ্য পদার্থ পড়ে। ভজনা দ্বারা ক্রমশঃ প্রকট পরমাত্মাই দ্বিতীয় প্রকারের ভোজন অর্থাৎ অন্ন যা আত্মাকে পরিপূর্ণ, পুষ্ট এবং পরিতুষ্ট করে স্থায়িত্ব প্রদান করে।

চতুষ্পদী -

দায়ীঁ[৩১] ছাতী প্রেম পুরাতন।
সত শিক্ষা শুভ সগুন সুরাতন।।
বাম চলত মায়া মতি গাঢ়ী।
হৃদয় জনাবত আসুর ঠাঢ়ী।।

অর্থ - বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগের স্ফুরণ সাধকের পুরাতন প্রেম অথবা প্রেমপূরিত হৃদয়ের মিলন এবং সত্য, শিক্ষা, দৈবী সম্পদের উৎকর্ষ দ্বারা আত্মা (সুরাতন) তে স্থিত হওয়ার সঙ্কেত প্রদান করে পরন্তু বামাঙ্গে সেই স্থানের স্ফুরণ মায়ার ঘন আবরণ এবং আসুরী সম্পদের সূচক। এই প্রকার ইষ্টকৃপা নিজের ভক্তকে সতর্ক করতে থাকে।

চতুষ্পদী -

ছাতী উদর সন্ধি[৩২ক] স্পন্দন।
মায়া ভজন বীচ উলঝা মন।।
সাধক তীব্র প্রয়াস বঢ়াবৈ।
স্বানুকূল সফলতা পাবৈ।।

অর্থ - এখানে ভজনা এবং মায়ার প্রতি আসক্তির প্রবাহ সমান-সমান। এখানে ইষ্টের নির্দেশ হল ভজনাতে বেশী সময় অতিবাহিত কর। ভজনার প্রভাবে মায়ার প্রবাহের তীব্রতা হ্রাস পাবে। এখানে সাধকের অবস্থা হল, চেষ্টা করে যাওয়া। বিভীষণের যেরূপ অবস্থা ছিল -

সুনহু পবনসুত রহনি হমারী। জিমি দসনন্হি মহুঁ জীভ বিচারী। (রামচরিতমানস)

চতুষ্পদী -

সীনা[৩৩] বাহু পাস জো চালী।
সফল মনোরথ হোইহ্যাঁয় হালী।।
বৃথা বিচার যোজনা পোলী।
জো কহুঁ সীনা বাম সকোলী।।

অর্থ - সকোলী = সঙ্কুচন।

অর্থ - পরম-এ স্থিত মহাপুরুষগণের অনুসারে বাহুর নিকট বক্ষস্থল স্ফুরণ হলে মনোকামনা অবিলম্বে পূর্ণ হবে এই সঙ্কেত করে। বাম বক্ষঃস্থল এবং বাহুর সন্ধি স্থলের স্পন্দন সঙ্কল্প বিকল্পের নিরর্থকতা প্রমাণিত করে। এই প্রকার গুরুত্বহীন, পরিবর্তনশীল, আপাত-রমণীয় কুবিচারের তৎকাল ত্যাগই শ্রেয়স্কর।

চতুষ্পদী -

সোই[৩৪] সন্ধি বর্তমান বিচারা।
দৃঢ় গহি রাখহু শুভ কহ পারা।।
ভুজ উর সন্ধী ফরকি বতাওত।
বাম সুনিশ্চয় পার ন পাবত।।

অর্থ - অভ্যাসরত পুরুষগণের অনুসারে দক্ষিণ বাহু এবং বক্ষঃস্থলের সন্ধির স্ফুরণ ইষ্টানুকূল পরিকল্পনা, আচরণীয় বিচার এবং কল্যাণমূলক ভবিষ্যতের বোধক। এর বিপরীত বামাঙ্গে সেই স্থানের স্ফুরণ সুনিশ্চিত এবং দৃঢ় নিশ্চয়ও তৎকাল ত্যাগ করার আদেশ দেয় কারণ সেই নিশ্চয় যথার্থে পরিণত করলে কল্যাণ হবার নয়।

শব্দার্থ - পারা = মনোগত বিচার।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

অন্ন শুভাশুভ লখি পড়ে, উদর[৩৫] সঙ্কেত জো নাথ।
অনুরাগী কে তোষ মে, গুরু গোবিন্দ কী বাত।।

অর্থ - শুভাশুভ অন্নের সঙ্কেত উদরের স্ফুরণ দ্বারা প্রতিবিম্বিত হয়। ইষ্টের ইচ্ছাতে প্রেরিত এই স্ফুরণ বিরহী অনুরাগীগণের সন্তোষ এবং তৃপ্তির জন্য অত্যধিক প্রভাবশালী। অনুভবের শুরুতে গুরু এবং গোবিন্দ একে অপরের পূরক, সমার্থক।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

স্পন্দন সুপ্তী সুরা, জো সপনে বোল জনাত।
সম সূরত আকাশ রব, বিপুল ভেদ দরসাত।।

অর্থ - যদ্যপি এই অনুভবগুলির অনেক ভেদ-প্রভেদ রয়েছে, যা শুধু ভোক্তাই অনুভব করেন। স্ফুরণের ন্যায় বিষয়-বস্তুর স্বরূপ বিষয়ক অনুভবের চারটি ধারা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এ সমস্তই শুরুতে জাগ্রত হয়ে শনৈঃ শনৈঃ উন্নত হয়ে পরম পরাকাষ্ঠাতে পৌঁছে পরব্রহ্ম, অক্ষর, সনাতনের বোধ করিয়ে দেয়। অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে যে সমস্ত ইষ্ট প্রেরণা, সেগুলির নাম এই প্রকার -

ক) সুষুপ্তি সুরা - সম্বন্ধী অনুভব,
খ) স্বপ্নসুরা - সম্বন্ধী অনুভব,
গ) সমসুরা - সম্বন্ধিত পরমের সঙ্গে সংযুক্ত অনুভব,
ঘ) আকাশবাণী দ্বারা প্রাপ্ত বিশেষ আদেশ।

চতুষ্পদী -

দাহিন উদর নাভি কে পাসা।
ফরক সঁজোবত অনভল নাসা।।

নিম্ন বর্গ কর দেখত ফীকা।
তদপি পান কর অসন অমী কা।।

অর্থ - নাভির নিকট উদরের দক্ষিণভাগ অন্নের উৎকৃষ্টতা এবং দোষমুক্ততা সূচনা করে। নিম্নবর্গ অর্থাৎ অতি গরীব, বিপন্ন অবস্থাযুক্তদের হাতে পরিবেশন করা হলেও, স্বাদবিহীন মনে হলেও তা অমৃত তুল্য এবং অবশ্য সেবনীয়। শ্রীকৃষ্ণ, **'দুর্যোধন ঘর মেবা ত্যাগ্যো, সাগ বিদুর ঘর খায়ো।'**

জাঁতায় গম পিসে জীবিকা নির্বাহকারী এক গরীব ব্যক্তি গুরুনানকের কাছে নিবেদন করেছিল - ভগবন্! আগামীকাল দয়া করে আমার কুটিয়াতে প্রসাদ গ্রহণ করবেন আপনি। গুরুনানক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেইসময় এক ধনাঢ্য ব্যক্তিও গুরুর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল - প্রভো! আগামীকাল আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ রইল। গুরু তারও নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলেন। ধনী ব্যক্তিটি ফিরে গিয়েছিল।

পরদিন গুরুনানক গরীব ভক্তের কুটীরে পৌঁছেছিলেন, সে তাঁর সম্মুখে পিঁয়াজ-রুটি নিয়ে হাজির হয়েছিল, তিনি পরমানন্দে পিঁয়াজ-রুটি খেতে শুরু করেছিলেন। ধনী ব্যক্তিটির কানে একথা গিয়েছিল, সে অগ্নিশর্মা হয়ে গুরুজীর নিকট পৌঁছেছিল, সে রেগে বলেছিল - আপনি এখানে শুকনো রুটি কেন খাচ্ছেন? ছাপান্ন রকমের ব্যঞ্জন আপনার সেবাতে প্রস্তুত করে এনেছি। আপনি এসব গ্রহণ করুন।

গুরু নানক শুকনো রুটি এক হাতে এবং ঘিয়ে ভাজা রুটি আর এক হাতে নিয়ে টিপেছিলেন। ঘি মাখানো রুটি থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত এবং শুকনো রুটি থেকে বিন্দু বিন্দু দুধ পড়ছিল।

গুরু নানক মহাপুরুষ ছিলেন। ভগবানের সঙ্কেত অনুযায়ী তিনি চলতেন, সেই জন্য তিনি জানতেন কার অন্ন শুদ্ধ, কার অন্ন শুদ্ধ নয়। হরি প্রেরক রূপে তাঁর সঙ্গে সদৈব ছিলেন।

চতুষ্পদী -

বায়াঁ ফড়কত অন্ন সুলোনা।
পরসত চাখত অমৃত সোনা।।
তদপি অসন বিষ সম কর জানূ।
বাম উদর হরি রোক পিছানূ।।

অর্থ - বিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত সুস্বাদু ভোজন, সুবর্ণের থালাতে সুসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেশিত হলেও নাভির নিকটে বাম উদরে স্পন্দন হলে তা বর্জিত। সেই ভোজন বিষতুল্য, ভজনের অবরোধক, অন্তর-বিক্ষেপকারক এবং অনুপযুক্ত হওয়ার জন্য নিতান্ত অগ্রহণীয়।

চতুষ্পদী -

নখ শিখ গুরু উর সঙ্গতি করহীঁ।
সত অনুশাসিত সতত উচরহীঁ।।
মন গো রস তজি হরি রস রাহীঁ।
কোটি বোল বুধ ফড়ক জনাহীঁ।।

অর্থ - সদ্‌গুরুকে অন্তরে ধারণ করে যে ভক্ত আন্তরিকভাবে তাঁর সঙ্গতি করেন, সত্য এবং শাশ্বত পরমধন দ্বারা অনুশাসিত থেকে মনতন্ত্র-এর মাধ্যমে বিচরণ করেন, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় ত্যাগ করে হরিরসে মগ্ন, অনুরক্ত, হরিপথেরই পথিক; তাঁকে পরম বোধ স্বরূপ মহাপুরুষ স্ফুরণের মাধ্যমে কোটি প্রকারের উপদেশ দিতে থাকেন।

চতুষ্পদী -

হরিপ্রেরিত থল তজি কছু বাহীঁ [৩৬]।
ফড়কত জানহু মদদ মিলাহীঁ।।
মায়া মোহ থল তজি ফড়কাওয়া।
ভূজা[৩৭] তো মদদ কহুঁ নহিঁ পাওয়া।।

অর্থ - দক্ষিণ স্কন্ধে হরি প্রেরিত স্থান-এর সঙ্কেতক স্থান থেকে প্রায় তিন আঙ্গুল নীচে বাহুতে স্পন্দন সহযোগ লাভের সঙ্কেত দেয়, তার উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। বাম স্কন্ধে মায়ামোহ প্রেরক স্থানের তিন আঙ্গুল নীচে নির্দিষ্ট স্থানের স্ফুরণ এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে যে, কোন স্থান থেকে সাহায্য লাভ হবে না।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

দাহিন ভুজ[৩৮] সঙ্কেত শুভ, হরি প্রেরিত জো হোয়।
নয়ন সঙ্গ জো ভুজ চলৈঁ, মঙ্গলকারী সোয়।।

অর্থ - দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন থেকে শুভ সংবাদ, শুভ বাতাবরণ পরিলক্ষিত হয়। যদি দক্ষিণ বাহু এবং দক্ষিণ নেত্র একসঙ্গে স্ফুরিত হয় তবে এর পরিণাম পরম মঙ্গলদায়ক এবং কল্যাণকর।

চতুষ্পদী -

ভুজা দাহিনী শুভ সন্দেশ।
নয়ন সঙ্গ অতি মঙ্গল শেষা।।
বাম ভুজা হরি ফড়কি জনাহীঁ।
করনী বদলহুঁ মঙ্গল নাহীঁ।।

অর্থ - দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন শুভ সংবাদ এবং দক্ষিণ নেত্র বাহু একসঙ্গে স্পন্দিত হলে কল্যাণের সমস্ত ধারা সুসজ্জিত হয়ে ওঠে, সামান্যই বাকী থাকে।

বাম বাহু (বামাঙ্গ)-এর স্পন্দন অশুভ নয়, পরন্তু এও ইষ্টেরই নির্দেশ। বামাঙ্গের স্ফুরণ দ্বারা ভগবান সাধককে বর্তমান ক্রিয়া এবং গতিবিধিতে পরিবর্তন করার নির্দেশ দেন কারণ এই পরিবর্তনের ভাবী মঙ্গল বিধান নিহিত।

চতুষ্পদী -

সফল হোহি কহ দায়ঁ [৩৯] কলাঈ।
কী সগরী নাড়ী সুখদাঈ।।
বাম কলাই জহঁ লগি নাড়ী।
ফড়কি সফলতা মায়া গাঢ়ী।।

অর্থ - দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধের নিকট নাড়ী স্পন্দিত হলে সফলতা বিদিত হয়। বাম নাড়ীর স্পন্দন অপরিষ্কৃত মায়ার ঘন আবরণ এবং তজ্জনিত পূর্ণ অসফলতা নির্দেশ করে।

চতুষ্পদী -

অনুভব রাম-রূপ বিজ্ঞানা।
ঈশ্বর বাণী জিহ্ব পহচানা।।
তেহি সম সন্ত সখা কোউ নাহীঁ।
নিশিদিন রাহ দেখাই মনাহীঁ।।

অর্থ - অনুভব স্বয়ং রামের রূপে প্রসারিত ঈশ্বরের বাণী। বৌদ্ধিক জ্ঞান থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য এই জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয়। কোন কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে এর সূত্রপাত হয়। এর সমান সাধুদের হিতাকাঙ্খী, সহজ সুহৃদ এবং সখা ও অহর্নিশ নিরন্তর মায়িক প্রকৃতির আঘাতজন্য বেদনার শমনকর্তা, সাধকের অন্তঃকরণ নিষ্কলুষ করে ভক্তি মার্গের প্রদর্শক অন্য কোন উপায় নিঃসন্দেহে নেই। ক্রমশঃ পরমার্থের প্রসার অনুভবের মাধ্যমে সাধকের অন্তঃকরণে বিকশিত করতে থাকে। ভক্তকে সর্বদা সাহায্য করেন এবং এখানে স্বয়ং সহায়করূপে দাঁড়িয়ে যান।

চতুষ্পদী -

সন্তন সীখ বেদ বিধি পূরী।
হরি বচনামৃত সাধন ভূরী।।
তেহিঁ বল জন হরি স্বর পথ নীকা।
হরি বচনামৃত পরস অমী কা।।

অর্থ - অনুভব আত্মাকে পরমাত্মার দিকে এগিয়ে দেয়। অনুভব ভগবানের অন্তঃপ্রেরণা থেকে উদ্ভুত অমৃত বচন এবং সুব্যবস্থিত সাধনার নিষ্কর্ষ। এই বাণী সন্তপথের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে বেদ বিধানের অনুকূল। অনুভব অনুকূলতার সেই আশ্রয় থেকে ভক্ত হরির শাশ্বত মঙ্গলদায়ক পথে অগ্রসর হয়। ভক্ত স্বর-পথ (যৌগিক মার্গ) কে মাধ্যম করে এগিয়ে যায়। যা বস্তুতঃ প্রেরক প্রভুর পীযুষ বাণীর প্রসার, যা অমিয় স্বরূপের স্পর্শ করিয়ে অমৃতত্ত্বে পরিণত করে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

পল পল সাধে আত্মা, মন অনন্ত সোঁ বেগ।
সদ্‌গুরু কে কারণ মিলে, মন গো মায়া তেগ।।

অর্থ - এই সমস্ত অনুভব এবং ইষ্টের সঙ্কেত অনুসারে আচরণ করে সাধক আত্মাকে পরম সাধ্য হতে সংযোগ দিশাতে নিয়ে যায়। মনের অনন্ত প্রবৃত্তিগুলি সংযত করে এই ইষ্টময়ী সাধনাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সদ্‌গুরুই মন এবং মায়ামুগ্ধ ইন্দ্রিয়গুলিকে মায়া থেকে মুক্ত করার অস্ত্র-শস্ত্র প্রদান করেন।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

অঙ্গুষ্ঠ পাস গদলী[৪০] চলী, দাহিন পইসা পাস।
বাম গদেলী কে চলে, পায়ী পূঁজী নাস।।

অর্থ - দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিকট করতলের স্ফুরণের আশয় সম্পত্তি লাভ এবং বাম অঙ্গুষ্ঠের নিকটবর্তী করতলের স্পন্দন ধন-ক্ষয় অথবা ধনের অনুপলব্ধি ইঙ্গিত করে। বস্তুতঃ পরম কল্যাণের পথিক এবং অনন্য ভক্তদের দৃষ্টিতে আত্মিক সম্পত্তিই হল সম্পত্তি। এইরূপ মনোভাব সাধনাতে পূর্তি পর্যন্ত সহায়ক এবং হিতকারী। ইষ্ট প্রেরিত ভক্তদের জাগতিক সম্পত্তির প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না।

চতুষ্পদী -

লেখন লগন জো ফড়ক অঙ্গুষ্ঠা[৪১]।
তরজনি সঙ্গত তব হরি তুষ্টা।।
বাম অঙ্গুলিয়া ফড়কি জনাহীঁ।
লিখন কাল হরি রোকত আহীঁ।।

অর্থ - দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনীর অগ্রভাগ যদি একসঙ্গে স্পন্দিত হয় তবে পত্র ইত্যাদি লেখার সুযোগ এবং তাতে ভগবানের সম্মতি বুঝতে হবে। এর বিপরীত বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনীর অগ্রভাগের স্ফুরণ লেখালেখি নিষেধ করে।

চতুষ্পদী -

কম্প কনিষ্ঠ[৪২] সঙ্কল্প নিরোগা।
বাম বিপুল হরি চিন্তন রোগা।।
রোগারোগ সঙ্কেতন মাহীঁ।
মানস রোগ নিবারি পরাহীঁ।।

অর্থ - দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর সঙ্কল্প বিকল্প থেকে নিবৃত্তি একথা ব্যক্ত করে। এই প্রকারের সঙ্কেত বাম হস্তের কনিষ্ঠাতে হলে মায়িক চিন্তনের প্রবলতা এবং রোগের লক্ষণ বুঝতে হবে। রুগ্ন সঙ্কল্পের তাৎপর্য হল সাংসারিক চিন্তন এর ফলে গমনাগমনের সংস্কার সৃজিত হয়। আরোগ্য সঙ্কল্পের তাৎপর্য হল এইরূপ চিন্তন যা মানসিক বৃত্তি পরিষ্কার করে যোগ সাধনাতে প্রবৃত্ত করে এবং ভববন্ধন ছিন্ন করে। যতক্ষণ ইষ্টের সঙ্গে

সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয়, নানা প্রকারের রোগ নির্মূল না হয় ততক্ষণ রোগারোগ সম্বন্ধীয় স্পন্দন নিরন্তর হয়। লক্ষ্য প্রাপ্তি হওয়ার পর সে সম্বন্ধীয় স্পন্দন সমাপ্ত হয়ে যায়।

চতুষ্পদী -

উপজ হস্ত মহঁ পরসত তালী।
অঙ্গুষ্ঠ[৪৩] দাহিন পত্র সুখালী।।
সোঈ থল বাম দিশা জেহিঁ ফড়কা।
পত্র সংযোগ নহীঁ কহ তড়কা।।

অর্থ - মণিবন্ধ রেখা থেকে শুরু করে করতলের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ভাগ (যেখানে করতলের পুরু চর্ম এবং এর পৃষ্ঠভাগের পাতলা চর্মের মিলন হয়) - এর দক্ষিণ হস্তে স্ফুরণ হলে পত্র প্রাপ্তির শুভ সংযোগ এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ এই স্থানেই স্পন্দিত হলে কোন প্রকার পত্র অথবা খবরের অভাব সঙ্কেত করে।

শব্দার্থ - তড়কা = স্পন্দন।

চতুষ্পদী -

মতি অনুরাগ বিরাগ সমানী।
ব্রহ্মচর্য আজ্ঞা রতি মানী।।
তিনহিঁ সদা শিব রূপ ভিখারী।
পরম তোষ কর সঙ্গ পুকারী।।

অর্থ - ব্রহ্মচর্যব্রতী, মন-বুদ্ধি থেকে বিরাগ এবং বৈরাগ্যে সমাহিত চিত্তযুক্ত, ইষ্ট আজ্ঞাপালনে রত, ইষ্টের নির্দেশ অনুসারে উঠা-বসা, কার্যেরত পুরুষের পরমহিত এবং পূর্ণত্বের তুষ্টির জন্য শিবস্বরূপস্থ সদ্‌গুরু (ভিখারী) সদা এইরূপ সাধকের সঙ্গে থেকে তাকে পরিচালনা করেন। সাধনাময়ী প্রক্রিয়ার এই গতি পূর্তিপর্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে মহাপুরুষ প্রকৃতির শেষ সীমা অতিক্রম করিয়ে সাধককে শাশ্বত এবং সনাতন পরমাত্মার দিগ্‌দর্শন করিয়ে তাকে কল্যাণ স্বরূপে স্থিত করে দেন।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

অর্থ বিছে হী কালমে, ফরকি গদেলী বাম।
অরথ প্রাপ্তি সূচনা, ফড়কহি দায়াঁ ঠাম।।

অর্থ - দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের পার্শ্ববর্তী করতল স্পন্দিত হয়ে অর্থ প্রাপ্তি এবং বাম করতল স্পন্দিত হয়ে অর্থনাশ, সঞ্চিত পূঁজীর নাশ, অপব্যয় এবং অন্যান্য ক্ষতি ইঙ্গিত করে।

চতুষ্পদী -

সুন্দর অবধূ মন মহঁ জানহু।
পৃষ্ঠ[৪৪] হথেলী দায়ঁ বখানহু।।

বাম হথেলী ভাগ উতানা।
ফড়কত হরি রুখ সাধু অয়ানা।।

অর্থ - হস্তের (করতলের) পৃষ্ঠভাগের (মুষ্টি বদ্ধ করলে করতল ঢাকা পড়ে কিন্তু পৃষ্ঠভাগ দৃষ্টিগোচর হয়) স্পন্দন পরমাকাঙ্খী যোগানুযায়ী ভক্তকে সাধনের অবস্থা যে সন্তোষজনক তা ইঙ্গিত করে। অবধূত (মায়া থেকে অপ্রভাবিত) পথে অজ্ঞানের আবরণ পড়লেই দ্বন্দ্বপূরিত হলেই ইষ্ট বাম করতল স্ফুরণ দ্বারা ভক্তকে সংযত আচরণ করার নির্দেশ দেন।

চতুষ্পদী -

অসগুন সঙ্গহি হস্ত পিছালী।
বৃথা সাধুতা অন্তর চালী।।
পিছলা ভাগ হথেলী জোগী।
সুন্দর সুখদ দায়ঁ সুখ ভোগী।।

অর্থ - বাম করতলের পৃষ্ঠভাগ স্পন্দিত হয়ে কোন না কোন বিরোধী তত্ত্বের ক্রিয়াশীল হওয়ার সঙ্কেত দেয় যা সাধনাতে নশ্বর তত্ত্বের প্রবেশ হবে একথা ইঙ্গিত করে। দক্ষিণ করতলের পৃষ্ঠভাগের স্ফুরণ যোগাচরণ দৃঢ় একথা ইঙ্গিত করে অর্থাৎ দৃঢ় যোগাচরণ, বিনা কোন আকর্ষণের, সহজ সুখপ্রদ এবং অমিত প্রভাব পরমাত্মার সংযোগে মিশ্রিত পীযুষ ধারা এবং পূর্ণ উপলব্ধির দ্যোতক।

চতুষ্পদী -

কনিষ্ঠ পাস মে রেখ[৪৫] গদেলী।
হর বিক্ষেপ তথাগত শৈলী।।
সোই গদেলী পাস কনিষ্ঠা।
বাম বিশেষ বিক্ষেপত নিষ্ঠা।।

অর্থ - দক্ষিণ করতলের কনিষ্ঠার পার্শ্ববর্তী স্থানে স্পন্দন হলে বিক্ষেপ হরণ এবং তত্ত্বদর্শিনী শৈলীর জ্ঞান হয়। এই প্রকার যদি বাম হস্তে কনিষ্ঠার নীচে (হস্ত ভূমিতে খাড়াভাবে স্থাপন করলে যে ভাগ ভূমি স্পর্শ করে) স্ফুরণ ভজনাতে বিক্ষেপের উৎপত্তি এবং ভজন নিষ্ঠাতে বাধক তত্ত্বসমূহের উদয় ইঙ্গিত করে।

চতুষ্পদী -

বড়ী নোক[৪৬] কোহনী হর বানী।
কর সঙ্কল্প আন পহিচানী।।
বাম অনীক দাহিনা নীকা।
জানহিঁ গুরু চরণারত টীকা।।

অর্থ - হাত ভাঁজ করলে কনুইয়ের পাশে দুটি ছুঁচালো অস্থি এবং একটি বৃত্তাকার অস্থির স্থান দেখা যায়। এর মধ্যে বড় ছুঁচালো অস্থি স্থান স্পন্দিত হওয়ার অর্থ অন্য ব্যক্তির মনে সাধকের প্রতি কোন সঙ্কল্প উদয় হচ্ছে। একথা গুরুচরণে অনুরক্ত অধিকারীই বুঝতে সক্ষম হন। দক্ষিণ হস্তের কনুইয়ের স্ফুরণ সহায়ক সঙ্কল্প সৃজনের বোধক। বাম কনুইয়ের স্ফুরণ বিরোধী বিচারধারার বোধক যার ফলে সাধকের মধ্যে বিশেষ বিক্ষেপ এবং বিজাতীয় বিচার সমূহ প্রবেশ করে।

শব্দার্থ - হর বাণী = প্রত্যেক বাণী।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

মানস বেগ বিলোকি জন, কৌন চিন্তনাকার।
সুরত সঙ্কলপ মূল মে, লঘু শুভ কোহনী[৪৭] সার।।

অর্থ - মনে কখনও কখনও সঙ্কল্পের বেগ, বাহুল্য দেখে ভক্ত স্বভাবতঃ বিচার করে যে, কে তার চিন্তা করছে? বিচার করতে করতে সুরতি (মনের দৃষ্টি) যখন মূল সঙ্কল্পকর্তার কাছে গিয়ে পৌঁছায় তখন কনুইয়ের ক্ষুদ্র ছুঁচালো ভাগে স্পন্দন হতে থাকে যার ফলে জ্ঞাত হয় যে, এই ব্যক্তিই চিন্তা করছিল। যখন অন্য কারও সঙ্কল্পকে আমরা অন্য কারও মনে করি তখন বাম কনুইয়ের ক্ষুদ্র অস্থিতে স্পন্দন হয় যা একথা বলে যে, সেই সঙ্কল্প এই ব্যক্তির নয়।

চতুষ্পদী -

পাঁও দাহিনা পিণ্ড[৪৮] সঙ্কেতী।
হরি রুখ চালন আজ্ঞা দেতী।।
মন বিচার কহুঁ দূরী জাঈ।
দাহিন সুঁভগ চাল রঘুরাঈ।।

অর্থ - দক্ষিণ পদের গুলী স্পন্দিত হয়ে সঙ্কেত করে যে, ঈপ্সিত স্থানের যাত্রা, কোথাও যাওয়া-আসার জন্য ভগবান প্রেরণা এবং স্বীকৃতি দিচ্ছেন।

চতুষ্পদী -

হরিহর সাধক সঙ্কট জানী।
পর হিতকারী রোক রওয়ানী।।
সকল ভেদ সঙ্গত কর বায়ীঁ।
পিণ্ড সঙ্কেতহি ভূলি ন জাঈ।।

অর্থ - সাধকের যাত্রাকালে আসন্ন সঙ্কট সম্বন্ধে প্রভু যাত্রা স্থগনের জন্য বাম পদের গুলীর স্ফুরণ দ্বারা সঙ্কেত দেন। বাম পদ স্পন্দিত হওয়ার অর্থ ইষ্ট যাত্রা করতে নিষেধ করছেন অতএব ভুল করেও কোথাও যাওয়া উচিত নয়।

চতুষ্পদী -

ইন্দ্রিয় পাঁব মধ্য তন জেতী।
বিলগ বিভাজন আজ্ঞা দেতী।।
কুৎসিত মন বিচার কোই মহিলা।
গো[৪৯] জননে মে বামহি শৈলা।।

অর্থ - পঞ্চ তত্ত্ব দ্বারা নির্মিত, মাটির পুতুলের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর দেহ (যা কালের অধীন, অতিরিক্ত একটা শ্বাসও নিতে পারে না, যাকে বলপূর্বক গ্রাস করে)-এর অন্তর্গত জননেন্দ্রিয় ইত্যাদির স্থান পৃথক বিভাজনের সঙ্গে বিভিন্ন নির্দেশ দেয়। কুৎসিত এবং দূষিত বিকারযুক্ত বিচারের পাপায়ু মহিলা সম্মুখে আসার সঙ্গে সঙ্গে জননেন্দ্রিয়ের বাম ভাগ স্পন্দিত হয় এবং প্রযত্নপূর্বক সাধক যাতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে সেই সঙ্কেত পাওয়া যায়। এই স্পন্দন কোন কুৎসিত মহিলা দর্শন করলে অথবা দূর থেকে সাধক সম্বন্ধে চিন্তা করলেও হয়। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এই মনের উপরেই আধ্যাত্মিক সাধনার ওঠা-নামা হয়। অতএব যদি এই মনই বিকারে পূর্ণ থাকে তবে ভজনা হবে কি করে?

চতুষ্পদী -

জননেন্দ্রিয় দায়ঁ কর মাহীঁ।
ফড়কি জনাব নারি মন শাহী।।
শুভ সঙ্কেত বিচার ন হীনা।
রহু হরি রঙ্গ বোধ গুরু দীনহা।।

অর্থ - জননেন্দ্রিয়ের দক্ষিণভাগের স্পন্দন বিকাররহিত, সচ্চরিত্র নারীর সূচক। এইরূপ নারী ভজনাতে বাধক নয়। দক্ষিণভাগের স্পন্দন আশ্বাস দেয় যে, হরির ধ্যান, ইষ্ট চিন্তনে নিযুক্ত থাকো, উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই প্রকার সুবুদ্ধি গুরুদেবই প্রদান করেন। গুরুদেব ভক্তদের অন্তরে সঙ্কল্পগুলির সঙ্গে সদৈব নিবাস করেন। এইরূপ বোধ পূর্ণ সদ্‌গুরু মহিমার অন্তর্গত।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

পুরুষহিঁ দাহিন অঙ্গ শুভ, দোহুঁ কর আজ্ঞা জান।
নারী তন বাএঁ প্রভু, দহিন রোক পহিচান।।

অর্থ - ভগবানের কৃপা প্রসার স্ত্রী-পুরুষ, শ্রেষ্ঠ-হীন সকলের উপর সমান। তবেই তো যে স্থিতি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ছিল, সেই জ্ঞানগম্য পরমপদ গার্গীর জন্যও ছিল। তুলসীর স্বরূপ যা, সেটাই মীরার স্বরূপ। অঙ্গের দু'দিকের স্ফুরণই ইষ্টের আদেশ। স্বয়ং প্রভুই ভক্তদের হিতের জন্য নির্দেশ দিতে থাকেন। যদি তিনি কোন নির্দেশ না দেন তবে মানুষের কাছে অন্য কোন ব্যবস্থা অথবা সাধন জানার জন্য নেই। পুরুষগণের সন্দর্ভে দক্ষিণ অঙ্গের স্ফুরণ শুভ। মা, বোনেদের দেহে বাম অঙ্গের স্পন্দন কল্যাণকারী এবং

দক্ষিণ অঙ্গের স্ফুরণ বিজাতীয় দ্রব্যের প্রবাহ এবং সেসব থেকে সাবধান হওয়ার জন্য প্রভু প্রেরণার সূচক।

চতুষ্পদী -

অণ্ডকোশ[৫০ক] স্থল কছু দায়ীঁ।
রূপ বালিকা বিলগ ন ভাই।।
অণ্ডকোশ বামা কর চালী।
লগন সুবোধ পর ব্যাপহি কালী।।

অর্থ - অণ্ডকোশের দক্ষিণ দিকের স্পন্দন কন্যাদের বিচার নিষ্কলুষ একথা প্রমাণিত করে, বাম অণ্ডকোশের স্পন্দন সুব্যবস্থিত ভক্তি-প্রবাহেও বিজাতীয় তত্ত্ব দ্বারা ব্যবধানের দিকে ইঙ্গিত করে। সঙ্কল্প বিজাতীয় প্রবাহে প্রবাহিত হওয়ার পূর্বে ইষ্ট প্রেরিত স্পন্দন সাধককে সাবধান, সচেত করে। সংসারে দেখতে গেলে মানুষ নিজেই নিজের সব থেকে বড় শত্রু।

চতুষ্পদী -

তেহী সঙ্গতি নর বিরত বিশেখী।
মদন ক্ষোভ কৃত ভূলি ন দেখী।।
সমুঝহিঁ অনুভব সতপথ রাগী।
হোইহহিঁ পরম তত্ত্ব জগ ত্যাগী।।

অর্থ - বাম অণ্ডকোশের স্পন্দন অবোধ বালিকাদের সঙ্গেও কথা বলতে নিষেধ করে। এই নিষেধের কারণ আছে। সংসার বিরাগী ইষ্ট-চিন্তন পরায়ণ মনও এইরূপ সুযোগ দেখে কামবাসনাতে ক্ষুভিত হতে পারে। এইরূপ সঙ্কটের পরিস্থিতিতে ভুলেও এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। মানসিক দৃষ্টিতে তাদের ইষ্টের রূপ ভেবে দেখা উচিত। তীব্র বিরহী অনুরাগীদের জন্য বোধ, জ্ঞান এবং অবগতির বিধান রয়েছে। এই অনুভবগম্য প্রক্রিয়ার সূক্ষ্মতম প্রসারের পরিণাম স্বরূপ ভক্তবৃন্দ দুস্তর মায়া-মোহ পরিত্যাগ করে প্রকৃতির অতীত পরমতত্ত্বের স্থিতি লাভ করেন।

টীকা - পরমতত্ত্ব পরমাত্মারই বাচক। সচ্চিদানন্দ, পরব্রহ্ম প্রভৃতিও এর সমানার্থবোধক শব্দ। কাল, কর্ম এবং সাধনাভেদে মহাপুরুষগণ এই বিভিন্ন নামের ক্রিয়াত্মক অনুভব করেছেন। উদাহরণস্বরূপ সৎ-এর সঙ্গে চিত্তের সংযোগ হলেই আনন্দ-এর সৃষ্টি হয়, অতএব পরমাত্মা এই তিনটির সমবায় সচ্চিদানন্দ।

আত্মা সর্বত্র সকলের মধ্যে সমানভাবে ব্যাপ্ত কিন্তু কোন বিরল সাধকই ভক্তির মাধ্যমে প্রকৃতির পারে গিয়ে পরমের দিগ্‌দর্শন করে পরমভাবে সমাহিত হন। পর-এর সঙ্গে সংযুক্ত আত্মাকেই পরমাত্মা বলা হয়। সাধক পূর্ণত্বের বৃহৎ অহং-এ সর্বত্র নিজেকেই দেখে সেইজন্য সেই পরমতত্ত্বের একটা নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অপরিবর্তনশীল, সনাতন এবং শাশ্বত পরমতত্ত্ব যাঁকে দর্শন করে দ্রষ্টা জীবাত্মা তাঁর রূপেই স্থিত হয়। অতএব জীবাত্মা

পরমতত্ত্বের প্রতিরূপ এবং তার প্রতিবিম্বের কর্তাও। এই প্রকার 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাকাব্য বর্ণ এবং মাত্রাভেদে সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি এবং চরমোৎকৃষ্ট লক্ষ্যের স্থিতির প্রতিপাদন করে।

চতুষ্পদী -

ইষ্ট স্বরূপ দীখ উর মাহীঁ।
তত অনুসার জনাবহিঁ তাহীঁ।।
তত স্বরূপ গুরু মূরতি মাহীঁ।
পকড়ি জীব মন সারহি তাহীঁ।।

অর্থ - সেই তত্ত্বকে দিগ্‌দর্শন করার জন্য ইষ্টের রূপ হৃদয়ে ধ্যান করুন। ধ্যানের মাধ্যমে যেমন-যেমন ইষ্টের রূপ স্পষ্ট হবে সেই অনুসারে সেই পরমতত্ত্বের রূপ বিকশিত হবে। সেই পরমতত্ত্বের উৎপত্তির মূল কারণ গুরুদেবের রূপ এবং তাঁরই কৃপা, যা অধিকারী জীবাত্মাদের অন্তরে সমাহিত হয়ে পূর্তি পর্যন্ত তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

চতুষ্পদী -

দাহিন গুদা[৫০খ] চক্র কী রেলী।
ফড়কী লগনিয়া বিপদা ঠেলী।।
বাম চক্র দিশি ফড়কন হোঈ।
লব বিশেষ দুঃখ অন্তর হোঈ।।

অর্থ - গুহ্যদেশের দক্ষিণ দিকের স্পন্দন বিপদরহিত শিশু সুলভ নির্দোষ ইষ্ট চিন্তনের জ্ঞাপক। গুহ্যদেশের বাম দিকের স্পন্দন সুগভীর অনুরাগেও দুঃখের অবরোধ প্রস্তুত করে। অতএব অন্তরে ইষ্টের প্রতি যে শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধা যাতে আরো গভীর হয় তার চেষ্টা করা উচিত।

চতুষ্পদী -

গুদা দাহিনে বাল অমী কা।
বাম ফড়ক তব বালক ফীকা।।
হোইহহিঁ পরম তত্ত্ব কে রাগী।
সমুঝহিঁ অনুভব অচল বিরাগী।।

অর্থ - গুহ্যদেশ স্পন্দনের দ্বিতীয় ভাগ বালকের গতিবিধির সঙ্গে সম্বন্ধিত। যদি গুহ্যদেশের দক্ষিণ ভাগে সামান্য দূরে স্পন্দন হয় তবে বালক অমৃত তুল্য এবং সাধনাতে সহায়ক - এইরূপ বুঝতে হবে; কিন্তু গুহ্যদেশের বামদিক স্পন্দিত হলে বালক দুঃখের বার্তা বহন করে আনে। এই অনুভবগুলির যথার্থ পরিধিতে পৌঁছে যে কোন পুরুষ পরম তত্ত্বের অনুরাগী হয়ে যায়। কিন্তু এই সমস্ত অনুভব সম্বন্ধে নিশ্চল, স্থির বৈরাগ্যবান পুরুষই জ্ঞাত হন এবং তাতে স্থিত হন।

চতুষ্পদী -

এহি বিধি সব অঙ্গন অনুসারী।
ভক্তহিঁ নিসিদিন সঙ্গ পসারী।।
ভক্ত বিশেষ পুরুষ অরু নারী।
জন অনুশাসিত সুরত সঁভারী।।

অর্থ - উপর্যুক্ত ক্রমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোম রাজিতে বিভিন্ন ধরণের নির্দেশ সাধক অনুভব করে থাকেন। যা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ভক্তের হৃদয়ে অহর্নিশ প্রসারিত হতে থাকে। অনন্য ভক্তি পথে নারী-পুরুষ যিনিই চলতে শুরু করেছেন প্রভুর কৃপা তাঁদের উপর সমানরূপে বর্ষিত হয়। এর দ্বারাই অনুশাসিত হয়ে মনের দৃষ্টি সংযত করে এই পথে এগিয়ে যান - অনন্য ভক্তের বক্তব্য এটা।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

আসন অঙ্গ বিলোকি জন, ফড়ক দাহিনা কূল[১১]।
তুরত বৈঠিএ ভজন মে, শুভ নির্দেশন মূল।।

অর্থ - আসন স্থান (নিতম্ব) অথবা কটিদেশের সামান্য নীচে দক্ষিণ ভাগের স্ফুরণ অবিলম্বে ভজনাতে বসার নির্দেশ বুঝতে হবে। ভক্তি পরায়ণ পুরুষের জন্য মূল ইষ্ট থেকে প্রেরিত এই বিমল সঙ্কেত।

চতুষ্পদী -

অথবা কেবল বৈঠ সঙ্কেতূ।
দাহিন শুভ মঙ্গল কর হেতূ।।
বাম কূল সম আসন চালী।
পরিবর্তন আসন সুখশালী।।

অর্থ - দক্ষিণ আসন স্থানের স্পন্দন বসবার সঙ্কেত, শুভ এবং পরম কল্যাণকর। বাম আসন স্থানের স্ফুরণ আসন পরিবর্তন করা হলে পরিণাম সুখদায়ক হবে একথা সঙ্কেত করে।

চতুষ্পদী -

বাম জাঁঘ ফড়কন দরসাওয়া।
কতহুঁ নিন্দক রূপ বনাওয়া।।
জাঁঘ দাহিনী উপর[১২ক] ভাগা।
স্তবন হোহিঁ কহুঁ হরি জাগা।।

অর্থ - বাম জঙ্ঘা স্পন্দিত হলে বুঝতে হবে যে, কোথাও কেউ নিন্দা করছে। এই স্ফুরণের একটা অন্য দিকও রয়েছে, কল্যাণপ্রদ ক্রিয়ার অন্তরালে যখন বিজাতীয় প্রক্রিয়ারও প্রবেশ ঘটে এবং এর ফলে সাধকের নিন্দা হবে, এইরূপ বিষম পরিস্থিতিতে

বাম জঙ্ঘা স্পন্দিত হয়। হ্যাঁ স্থানের ন্যূনাধিক এদিক-ওদিক হতে পারে। দক্ষিণ জঙ্ঘার উপরে স্ফুরণ একথা নির্দেশ করে যে, হরিকৃপা প্রসূত গুণসমূহ নিয়ে কোন স্থানে সাধকের প্রশংসা করা হচ্ছে। অথবা সাধনাতে অনুকূল, স্তুত্য প্রক্রিয়ার প্রবেশ ঘটেছে।

চতুষ্পদী -

জাঁঘ[৫২খ] অন্তরী ভাগ সো ডোলী।
স্তবন অন্তর প্রগট ন বোলী।।
বাহর মুখ বায়াঁ চল জঙ্ঘা।
নিন্দা চরচহিঁ বিহর কুসঙ্গা।।

অর্থ - বসা অবস্থাতে জঙ্ঘার নীচের ভাগ স্পন্দিত হলে বুঝতে হবে যে, জনমানসে সাধকের সম্বন্ধে প্রশংসার ভাব উঠছে যদ্যপি সেই ভাব ব্যক্ত হচ্ছে না। বসা অবস্থাতে জঙ্ঘার উপরে স্ফুরণ হলে এই সঙ্কেত পাওয়া যায় যে, সাধকের আচরণের সম্বন্ধে জনসাধারণ নিন্দা করছে অথবা সাধক এমন কাজ করছে যার ফলে তাকে নিন্দার সম্মুখীন হতে হবে।

চতুষ্পদী -

বাম জান্হু ফড়কি জনাওয়া।
নিন্দা বিপুল রূপ উর আওয়া।।
অপর ভেদ সুনু ভব রুজ হারী।
চিত প্রবাহ সুখ স্তবনকারী।।

অর্থ - জঙ্ঘাতে কয়েকটা স্থান রয়েছে যেখানের স্পন্দন আলাদা আলাদা নির্দেশ করে। কিছু স্থান পরিবর্তনের ফলে যদি বাম জঙ্ঘা স্পন্দিত হয় তবে স্পষ্ট হচ্ছে যে, সাধকের হৃদয় এবং মানসে এইরূপ কুৎসিত প্রবাহ প্রবাহিত যা বিপুল নিন্দার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। দক্ষিণ স্থানের স্ফুরণ ভবরোগ নাশক, চিন্তাকে সুখে প্রবাহিত করবে এবং স্তুত্য। যথার্থতঃ সদা সুখ ইষ্টের পরিবেশে বিদ্যমান - **'রাম বিমুখ সুখ সপনেহঁ নাহীঁ।'** সাংসারিক কার্যেও এই স্পন্দন সহযোগ প্রদান করে কিন্তু ইষ্টের দৃষ্টি তো সদৈব কল্যাণ কার্যের উপর থাকে। ব্যবস্থিত ভাবে সারাজীবন অতিবাহিত করাকে কল্যাণ হয়েছে বলা ঠিক নয়। জীবাত্মা যখন প্রকৃতির উর্ধ্বে স্থিত পরমাত্মাতে একীভূত এবং স্থির হয় তখনই বুঝতে হবে যে, তার কল্যাণ হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই নিম্নলিখিত চতুষ্পদীতে আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুষ্পদী -

হরি প্রসাদ উর সৃষ্টি উপাই।
অনুভব উর অন্তর দরসাই।।
পীঠ বায়ঁ সঙ্গ আসন[৫৩ক] দায়াঁ।
ফড়কত বৈঠি কহ রঘুরায়া।।

অর্থ - সর্বস্ব হরণকর্তা হরির কৃপাতে বিষয়রত ব্যথিত হৃদয়েও কল্যাণকর দৈবী সম্পদ, সজাতীয় প্রবৃত্তি বাস্তবে প্রবাহিত হয়, যা ইষ্টোন্মুখ করে। এই সমস্ত অনুভবের দিগ্‌দর্শন অন্তর্দেশে হয়। 'পীঠ বায়ঁ সঙ্গ আসন দায়াঁ' - এর অর্থ এই যে, যদি আপনি নিদ্রিত তবে ইষ্টের ইচ্ছা যে আপনি নিদ্রা ত্যাগ করে ভজনাতে বসুন। এই নির্দেশ ব্রহ্মবেলাতে প্রসারিত হয় কারণ ব্রহ্মবেলা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে নিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত সময়। এইরূপ অনুকূল সময়ে যদি বামপৃষ্ঠভাগ স্পন্দিত হয় তবে নিদ্রা যাওয়া বারণ। যদি পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে দক্ষিণ আসন স্থানে স্পন্দন হয় তবে তৎকাল বিছানা ত্যাগ করে আসনে বসার হরির সঙ্কেত এটা। প্রশ্ন উঠতে পারে - বসে কি করব?

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

বৈঠহু আসন মারি কে, রত চিন্তন গত ঈশ।
হরি সব দেখত হী চলে, সদা নওয়াবে শীশ।।

অর্থ - উপর্যুক্ত সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সাধককে আসনে বসা উচিত এবং ঈশ্বরের বিধান বুঝে ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরচিন্তায় রত হওয়া উচিত। ভগবানের কি ইচ্ছা, কি তাঁর নির্দেশ সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত এবং নিরন্তর প্রার্থনা এবং চরণে মনকে স্থির করা উচিত।

চতুষ্পদী -

বাম পাঁব অরু আসিত[খ] দায়েঁ।
ফরকি জনাব ন কতহুঁ জায়েঁ।।
পদ দাহিন সঙ্গ আসিত বায়ীঁ।
নাথ সঙ্কেত সু চলত ভলাই।।

অর্থ - সঙ্গ বিশেষের প্রয়োজন, মন উচ্চাটন অথবা অন্যের পরিকল্পনানুযায়ী কোথাও যাবার জন্য যখন সাধক প্রস্তুত হয় তখন যদি বামপদের গুলী এবং দক্ষিণ নিতম্ব স্পন্দিত হয় তবে কোথাও যাওয়া উচিত নয়। সাধারণতঃ কয়েকটা স্থান একসঙ্গে স্পন্দিত হয়ে বিভিন্ন তথ্য সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দেয় এসমস্ত কিন্তু তাঁরাই অনুভব করতে সমর্থ হন যাঁরা অনবরত চিন্তনে নিযুক্ত। অসংখ্য সঙ্কেতের মধ্যে থেকে দুটি সঙ্কেত প্রস্তুত চতুষ্পদীর বর্ণ্য বিষয়। দ্বিতীয় সঙ্কেত হল দক্ষিণপদের গুলীর সঙ্গে বাম নিতম্ব অথবা এক দু'সেকেন্ড পর-পর স্পন্দিত হলে কোথাও যাত্রা করার জন্য শুভ এবং ইষ্টের সহানুভূতির প্রতীক।

চতুষ্পদী -

আসিত আসন কূল ইকাঈ।
আসিত সঙ্গ উঠ বৈঠন ভাঈ।।
তেহিঁ সঙ্গত বহু ভেদ জতাবহিঁ।
হরি কী শোধ বিরল জন পাবহিঁ।।

অর্থ - 'আসিত', 'আসন', 'কুল্হ', 'হিপ', 'নিতম্ব' একে অপরের সমার্থক শব্দ। এর বামাঙ্গের স্পন্দনে ওঠা এবং দক্ষিণ ভাগের স্ফুরণে বসার সঙ্কেত বুঝতে হবে। এর সঙ্গে অনুশাসিত ভক্তের জন্য আরও অনেক সঙ্কেত আছে। সেই সমস্ত সঙ্কেতগুলি ভগবান শিব অন্তরে অন্বেষণ করেছেন যা কদাচিৎ কোন সাধক অনুভব করেন। চিন্তন দ্বারাই সেসব অনুভব লাভ হয়, যা শ্রমসাধ্য।

চতুষ্পদী -

হর সন্দেশ সমন মন লেহী।
সদা স্তবন ভাজন তেহী।।
শূর বীর অধিকারী তেঈ।
হরিপদ বিমুখ ন শ্বাঁসা লেঈ।।

অর্থ - যে সাধক স্পন্দনের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি সঙ্কেত অনুসারে মনকে শান্ত করার জন্য প্রযত্নশীল এবং পূর্ণরূপে সংযত হওয়ার জন্য সঙ্কেত অনুসারে চলেন তিনি সর্বদা স্তুত্য। সেই শূরবীরই যোগ্য পাত্র যিনি ভগবৎ চরণ বিমুখ হয়ে শ্বাস গ্রহণ করতেও নারাজ। বিপরীত সঙ্কল্প ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এইরূপ ভক্ত ইষ্ট চিন্তনেই রত থাকেন এবং এতেই তৃপ্তি পান।

চতুষ্পদী -

কপটী কূর ঈশ মুখ নাহীঁ।
অমল ভূতি সিধি উপজ কি তাহীঁ।।
নির্মল চিত উর রূপ পসাবা।
রবি স্বরূপ পতঙ্গ কিমি পাবা।।

অর্থ - লোলুপ, কপটাচারী, ক্রূর এবং হরি-পথ বিমুখ ব্যক্তিদের অন্তরে নির্মল অনুভূতির জাগরণ অনুভবগুলির পরিণাম ফলপ্রসূ হয় না, কারণ তারা সেই অনুসারে আচরণ করতে পারে না। যাঁদের চিত্ত নির্মল তাঁদের হৃদয়ে তাঁর রূপ প্রসারিত হয়। সেই স্বয়ং প্রকাশ রবিকে পতঙ্গ লাভ করতে পারে না। এই পঞ্চ ভৌতিক অগ্নি জীবকে দগ্ধ করে কিন্তু সেই যোগাগ্নি তো স্বয়ং প্রকাশের রূপ স্পর্শ করতে সাহায্য করে এবং পরম আনন্দময়।

চতুষ্পদী -

রোম রঞ্চ ভর ভেদ নিয়ারা।
কৃপা সাধ্য বল সঙ্গত সারা।।
হরি অন্তর্যামী নিত বোলা।
সন্ত সরল চিত নীতি ন ডোলা।।

অর্থ - যদ্যপি স্ফুরণে কয়েকটি সামান্য ভেদ আপনার সমক্ষে প্রস্তুত করা হচ্ছে কিন্তু যথার্থতঃ এগুলির স্বরূপ সূক্ষ্ম। প্রতিটি রোমরাজিতে এই স্পন্দনগুলির পরিণাম ভিন্ন ভিন্ন। এগুলির জ্ঞান ইষ্টের অহৈতুকী কৃপা দ্বারাই সম্ভব। ইষ্টকৃপা এবং সৎসঙ্গের প্রভাবে এ সম্বন্ধে জানা সম্ভব। অন্তর্যামী হরি অন্তর্মনের স্থিতি, গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে থাকেন এবং অনবরত সঙ্কেত দেন। সহজ সরলচিত্ত সন্তপুরুষ ইষ্ট দ্বারা নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে নিরন্তর অগ্রসর হতে থাকেন এবং কখনও সেই নীতি পরিত্যাগ করেন না।

চতুষ্পদী -

ভাগ অন্তরী ঘুটনা[৫] পাসা।
বাম বিতর্কহি দাহিন নাশা।।
বিতর্ক উপজত ঘুটনা বাএঁ।
দায়ঁ সো তর্ক শমন করি জাএঁ।।

অর্থ - সাধকের মনে লক্ষ্যের বিপরীত বিজাতীয় কুতর্ক সৃষ্টি হলে ইষ্টের প্রেরণাতে বাম জানু সন্ধিতে স্পন্দন হয়। এই প্রকার বিজাতীয় কুতর্কের প্রবৃত্তি শান্ত হলে দক্ষিণ জানুসন্ধি স্পন্দিত হয়ে এই সঙ্কেত দেয়।

সম্বন্ধ - নিম্নলিখিত দ্বিপদী ছন্দ এবং চতুষ্পদী ভজন-সম্বন্ধী নির্দেশের সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধীত। এই নির্দেশগুলি ভজনে প্রবৃত্ত পথিকের ভজনার গতি-প্রগতির উৎকর্ষ-অপকর্ষের পরিমাণ প্রস্তুত করে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পদতলের পার্শ্ববর্তী ভাগ স্পন্দিত হয়ে এই সূচনা দেয় যে, আপনার মনে ভজনার প্রতি তীব্র অনুরাগের অভাব রয়েছে। ভজনার গতি গরুর গাড়ীর গতির সমান মন্থর, এদিকে আপনাকে পরমাত্মা পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। অতএব এই সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সাধককে তৎপরতা পূর্বক বেশী সময় ধরে চেষ্টা করা উচিত। এই প্রকার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং গোড়ালির মাঝের স্থান স্পন্দিত হয়ে একথা নির্দেশ করে যে, ভজনার গতি পদব্রজের গতিতে এগুচ্ছে। পাঞ্জার স্ফুরণ রেলগাড়ির গতিতে এবং এর আধা ইঞ্চি গোড়ালির দিকের স্ফুরণ মোটরের গতির দ্যোতক। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অর্ধেক দূরত্বের স্পন্দন বিমানের ন্যায় অতি দ্রুত গতিতে সাধকের চিন্তনকে স্পষ্ট করে। এই প্রকার স্ফুরণ একথা স্পষ্ট করে যে, জাগতিক তরঙ্গগুলি সাধকের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না এবং মন ইষ্ট চিন্তনে প্রবাহিত। নির্দোষ সাধনা এবং স্পর্শকালে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ স্পন্দিত হবে কিন্তু সাধনার শিথিলতায় বাম অঙ্গুষ্ঠ স্পন্দিত হয়। সাধকের হিতার্থে এই স্পন্দনের ক্রম পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত চলতে থাকে। মন কখনও কখনও শিথিলতা, হতাশা, কুণ্ঠার বিজাতীয় পথে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কখনও সাধনা বিমল অনুরাগপূরিত হৃদয়ে সুচারুরূপে চলতে থাকে। দুটি অবস্থাতেই ইষ্ট নিরন্তর সহযোগিতা করেন স্পন্দনের মাধ্যমে সহযোগিতা করেন একথা নিম্নলিখিত চতুষ্পদীতে দ্রষ্টব্য।

চতুষ্পদী -

এড়ী অঙ্গুষ্ঠ সিস্ত তল টেঢ়ী।
ফড়কি অঙ্গুঠা মধ্য কী এড়ী।।
দাহিন ভজন ভাব জস জাকী।
বাম বিকার বঢ়াব একাকী।।

অর্থ - গোড়ালি থেকে অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত পদপ্রান্তে, কখনও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পার্শ্ববর্তী স্থান, কখনও মধ্য গোড়ালি, কখনও গোড়ালির আশেপাশের স্পন্দন সংসারের প্রতি অনুরাগ এবং বিজাতীয় প্রবৃত্তির প্রসারের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে।

চতুষ্পদী -

বাম বগল থল সুখদ ন জানূ।
অঙ্গুষ্ঠ লগন বল বিপুল গিরানূ।।
পঞ্জা পাস লগন বহু টীলা।
এড়ি পরস মায়া চহ লীলা।।

অর্থ - বাম পদতলের পার্শ্ববর্তী স্থান বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকের স্ফুরণ একথা ইঙ্গিত করে যে, ভজনার স্থান অনুকূল নয়। অঙ্গুষ্ঠের পার্শ্ববর্তী স্থান স্পন্দিত হলে অনুরাগ হ্রাস প্রাপ্ত একথা ইঙ্গিত করে। পাঞ্জার আশেপাশে স্পন্দন হলে ভক্তির শিথিলতা নির্দেশ করে। গোড়ালির পাশে স্পন্দন হলে বুঝতে হবে যে, মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

দায়ঁ অঙ্গুঠা[৫৪] অচল চিত, লগন রাম সরসজান।
পঞ্জ পাস বহু ঠিক হ্যায়, এড়ী অল্প পহচান।।

অর্থ - বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পাশে পদতলের স্পন্দন রাম-রূপ-রস মাধুরীতে অবগাহনকারী অচল এবং যথার্থ শ্রদ্ধা ভক্তি ইঙ্গিত করে। পাঞ্জার সমানান্তরের স্ফুরণ অন্য শ্রেণীর হলেও সন্তোষজনক; কিন্তু গোড়ালির স্পন্দন অল্প ভজনের পরিচায়ক। অচলতারও সীমা দুটি - প্রথম তো সেখানে, যেখানে অচলতাতে প্রবেশ করা হয়, এটা নিম্নতম সীমা। অচলতার আর এক সীমা এর পরাকাষ্ঠা অথবা উচ্চতম অভিব্যক্তি, যেখানে অচলত্ব পূর্ণ স্থিতিতে বিদ্যমান।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

বাম অঙ্গুঠা ভজন থল, ফড়কহিঁ লগন মিটান।
এড়ী[৫৫ক] মূল চলত লগা, বিষ মায়া কা তান।।

অর্থ - বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিকট ভজন স্থলের স্ফুরণ দ্বারা এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শ্রদ্ধা ভক্তিতে ভাটা পড়বে। বাম পদে গোড়ালির পাশে ভজন স্থলের স্পন্দন সূচনা দেয় যে মায়া বিষয়-বিষ বিস্তারের কাজে সংলগ্ন।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

এড়ী ছোর লৌঁ অল্প হ্যায়, অঙ্গুষ্ঠ লগন মহান।
পঞ্জা[৫৫খ] বগলী তল চলে, লগন লগী পহচান।।

অর্থ - দক্ষিণ পদের গোড়ালির প্রান্তে অনুরাগের অল্প পরিমাণ পাঞ্জার পার্শ্ববর্তী স্থান সামান্য এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পার্শ্ববর্তী স্থানের স্ফুরণ সুগভীর শ্রদ্ধা এবং সাধনার তীব্রতার জ্ঞাপক।

চতুষ্পদী -

হোত সংযোগ লগন গতি ডোলহিঁ।
শুভ অরু অশুভ শ্বাস হরি তোলহিঁ।।
এহি বিধি অন্তর ক্ষণ ক্ষণ ভাখী।
এড়ি অল্প লব ঈশ ন রাখী।।

অর্থ - সুব্যবস্থিত প্রগতিশীল অনুরাগও বিপরীত সংযোগে চলায়মান হয় এর ফলে চিন্তন ক্রম অবরুদ্ধ হয় এবং সঙ্কল্প দূষিত হয়। শ্বাসের শুভাশুভ প্রবাহ এবং ক্ষণিক পরিবর্তনও ভগবান লক্ষ্য করেন এবং প্রতিক্ষণ নিজের ভক্তকে নির্দেশ দিতে থাকেন। চিন্তনের প্রারম্ভিক অবস্থাতে প্রায়ই পদপ্রান্তে স্ফুরণ হয় এর অর্থ এই যে ইষ্টের স্বরূপ ধারণ করার ক্ষমতা সাধকের মধ্যে নেই। এইরূপ সঙ্কেত লাভ করার সঙ্গে-সঙ্গে সাধককে তীব্র অনুরাগের সঙ্গে চিন্তনে নিযুক্ত হওয়া উচিত যাতে তিনি স্বীয় চেষ্টাতে সফল হন। স্পর্শের স্থিতিতে পাঞ্জা এবং অঙ্গুষ্ঠের নিকট স্পন্দিত হয়।

চতুষ্পদী -

ছিগুলী এঁড় সিস্ত তল[৫৬] বগলী।
ফড়কত ভজন ভাব সুধি সগলী।।
দাহিন কোর ভজন সুধি চোখী।
বাম চলত মায়া গতি দোখী।।

অর্থ - পায়ের কনিষ্ঠা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পদতলের পাশের স্ফুরণ ভজনার মনোভাবের উপর আলোকপাত করে। দক্ষিণ পদের কনিষ্ঠার পাশে পদতলের স্পন্দন ভজনার সন্তোষজনক স্থিতি প্রদর্শিত করে। বামপদের এই স্থানই স্পন্দিত হয়ে ভজন বিরোধী দুঃখদায়ক সংস্কারের সঙ্কলন এবং মন মায়াতে মুগ্ধ একথা প্রকাশ করে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

তলবা[৫৭] উপর পাদ মে, ফড়কত বীচ নিশান।
দাহিন সম্ভব লোক মে, বাম অসম্ভব দান।।

অর্থ - পায়ের পাতার মাঝে দক্ষিণ পদের স্ফুরণ সঙ্কল্পের সাধ্যতা এবং ইষ্টের প্রতি পূর্ণ আত্মনিবেদন ইঙ্গিত করে। বামপদে উপর্যুক্ত বিন্দুতে স্ফুরণ সমর্পণের অভাব ইঙ্গিত করে। একথা উল্লেখযোগ্য যে, সাধনার আবেগেরও ওঠানামা হয়। আপনার সুদৃঢ়

নিয়ন্ত্রণে সাধনা সুচারুরূপে এগিয়ে যাবে। এবং প্রযত্নে কিঞ্চিন্মাত্র শিথিলতাও সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। অতএব সাধককে নিরন্তর সতর্ক থাকা উচিত।

চতুষ্পদী -

তলবা বীচ কমল কী রেখা।
আগন্তুক ইঙ্গিত জিমি দেখা।।
এঁড় পঞ্জ কে বীচ সুহাঈ।
কমল[৫৮ক] ফড়ক পৈদল কোউ আঈ।।

অর্থ - পদতলের মাঝে কমলরেখার আশেপাশের স্ফুরণ স্থান ভেদে আগন্তুকদের সৎ-অসৎ মন্তব্যগুলির বিশ্লেষণ এবং তাদের আগমনের প্রত্যক্ষ বোধক। সাধনরত সাধকের জন্য একটি নির্ধারিত স্থিতি, কাল বিশেষে এর থেকে পর্যাপ্ত সহযোগ প্রাপ্ত হয়, যাতে সাধক আত্মরক্ষা করতে পারেন। দক্ষিণ পদে গোড়ালি এবং পাঞ্জার মাঝে কমল স্থানের স্ফুরণ শুভ সঙ্কল্পযুক্ত সাধকের পদব্রজে আসার সূচনা করে। বামপদে সেই স্থানের স্পন্দন আগন্তুকের আটকে যাওয়া অথবা আগন্তুক বিষম পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে এই সঙ্কেত করে।

চতুষ্পদী -

পঞ্জা[৫৮খ] বীচ ট্রেন পহচানা।
ইঞ্চ[৫৮গ] হটে তব মোটর জানা।।
অঙ্গুষ্ঠ কে তল[৫৮ঘ] অন্দর ডোলী।
আবত যান সঙ্কেতন বোলী।।

অর্থ - পদতলের মধ্যভাগের স্পন্দন রেল মাধ্যমে এবং কমলবিন্দু থেকে গোড়ালির দিকে এক-দু'ইঞ্চি তফাতের স্ফুরণ আগন্তুকের মোটরে আগমন ইঙ্গিত করে। অঙ্গুষ্ঠের তলদেশের মধ্যভাগের স্ফুরণ বিমানে আগন্তুকের পৌঁছানোর ইঙ্গিত করে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

গলা[৫৯] দাহিনা শূর কী, ক্ষমতা অন্দর জান।
কায়র কে সম ভাবনা, গলা বাম পহচান।।

অর্থ - কণ্ঠের দক্ষিণ দিকের স্পন্দন ভজন প্রবেশ ক্ষেত্র-এ শৌর্য এবং একাধিপত্যের প্রতীক। বাম দিকের স্পন্দন কাপুরুষের ন্যায় মনোভাব ইঙ্গিত করে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

গলা দাহিনে মে চলে, শূর বীর কা ভাব।
বাম গলা ফড়কন করে, কায়র মনুজ বনাব।।

অর্থ - কণ্ঠের দক্ষিণ দিক স্পন্দিত হলে বুঝতে হবে যে, ভজনা অথবা লৌকিক ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা, বীরত্ব প্রকাশিত হচ্ছে এবং কণ্ঠের বামদিকের স্ফুরণ মানুষকে কাপুরুষ করে তোলে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

বাহর ঝগড়ে হোত হ্যায়, জীত ন দেখী কোয়।
বিনা ভজন ভগবান কে, শূর বচা নহিঁ কোয়।।

অর্থ - নিখিল প্রপঞ্চাত্মক জগতে যুদ্ধ হয়েই থাকে কিন্তু কেউ জয় লাভ করেছে দেখা যায় না কারণ এ সমস্ত বিবাদই উদরপূর্তির নিমিত্তে হয়ে থাকে। এমন কোন শূরবীর নেই যে, ভগবানের ভজনা এবং আত্মা পরমাত্মাতে একাকার না হলেও মায়ার কবল থেকে রক্ষা পাবে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

জল থল নভ মে ঝগড়তে, জীত না দেখী কোয়।
পরমানন্দ ন আত্মা, মায়া আশ্রিত হোয়।।

অর্থ - সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে জল, স্থল এবং নভস্থলে ব্যাপক সংঘর্ষ দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু জয়লাভ কেউই করেনি। এইরূপ সংঘর্ষের পরিণতি আত্মদর্শন নয়, পরম-এর অনুভূতির আনন্দও নেই পরন্তু এর বিপরীত এইপ্রকার সংঘর্ষে প্রবৃত্ত জীব বিকরাল মায়ার দ্বারা প্রবলভাবে অভিভূত হয়।

চতুষ্পদী -

ভজন ছাড়ি কে ভোগহিঁ সাঁচা।
সমুঝি কুপন্থ বিপুল মন রাঁচা।।
তো সমরথ হিত সাধন করহী।
ভক্ত কাজ অনুভব ফুর হরহীঁ।।

অর্থ - চিন্তনরত সাধক সঙ্গদোষ এবং বিকৃতির সংস্পর্শে এসে ভজনা ত্যাগ করে এবং ভোগ সত্য এইপ্রকার চিন্তা করে সম্পূর্ণরূপে পাপের পথে মনোরঞ্জন করে। এই অবস্থাতে সমর্থ প্রভু ইষ্টদেব ভক্ত হিতার্থে সাধনের সংযোগ তৈরী করেন এবং সত্য বলে অনুভূত অনুভবও মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে দেন। প্রায়ই চিন্তন পথের পথিকের বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে মায়া তাকে চিন্তন পথ থেকে ভ্রষ্ট করে। যার ফলে সাধক অনিষ্টতেই ইষ্টের অন্বেষণ করে। যেরূপ নারদ করেছিলেন। ভজনা ত্যাগ করে তিনি মায়াকে লাভ করার জন্য ভগবানের কাছে কৃপা যাচনা করে কমনীয় রূপ কামনা করেছিলেন। প্রভু বলেছিলেন - এইরূপই হবে; কিন্তু নারদের এই অনুভব মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। অতএব ভক্তদের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে ভগবান সত্য বলে প্রতীত অনুভবগুলিকেও অসত্যে পরিবর্তিত করে দেন।

চতুষ্পদী -

অনুভব ঝূঁঠ কহত তিন পাহীঁ।
জে অনুভব তল যোগ করাহীঁ।

নারদ মায়া শোধন চাহা।
তেহিঁ পল অনুভব অতুল অথাহা।।

অর্থ - সেই পরাৎপর পরমাত্মা ইষ্ট নিজের আশ্রিতদের কল্যাণার্থে যথার্থ বলে অনুভূত অনুভবগুলিকেও অগ্রাহ্য করেন। যে অনুভবাশ্রয়ী যোগে প্রবৃত্ত হন, তাঁর পরম হিতের জন্য প্রভু প্রেরিত অনুভব সত্যের পরিবর্তে মায়া প্রাপ্তির সংকেতক বলে প্রতীত হয় - যে প্রকার নারদের মায়ার মধ্যেই আনন্দ আছে একথা স্বীকার করাতে প্রতীত হয়েছিল। এই কালে চিন্তন-পথ এত বেশী দ্বন্দ্বপূর্ণ হয়ে যায় যে, সৎ অসৎ নির্ণয়কারক বিবেকও লুপ্ত হয়। নারদের জন্যও প্রভুর বাণী অনুভব অগম্য, অগাধীয় হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বক্তব্যের যথার্থভাব নারদের বোঝার অতীত হয়েছিল।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

বিকল বিলোকত নাথ কহঁ, দেখত ভ্রমপথ সাঁচ।
জন হিত মায়া লেত হরি, সুখ দুখ ওঢ়ী আঁচ।।

অর্থ - উপর্যুক্ত বিষম পরিস্থিতিতে ব্যাকুল হয়ে নারদ প্রভুর পানে চেয়েছিলেন যে, এখন আমার যাতে কল্যাণ হয়। তিনি ভ্রমপথ (মায়া) কেই সত্য বলে মনে করে সুখ ভোগেই কল্যাণ দেখছিলেন কিন্তু ভক্ত হিতকারী প্রভু তাঁর 'পরমহিত' করেছিলেন। ভক্ত পরবশ করুণা বারি বর্ষণকারী প্রভু নারদের উত্তম বলে প্রতীত আপাত রমণীয় মায়াকে বরণ করেছিলেন। ভক্তের কষ্ট স্বয়ং হরণ করেছিলেন। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য পর্যন্ত বিষয় এ সমস্ত বিধাতারই প্রপঞ্চ এর মধ্যে চিন্তার জ্বালা বিদ্যমান। প্রভু নিজের ভক্তকে এই জ্বালা থেকে রক্ষা করে সুখ-দুঃখ নশ্বর এই বোধও করান। তারপর নারদের সম্মুখে - 'নহিঁ তহঁ রমা ন রাজকুমারী।' এর স্থিতি ছিল। বিদ্যা ও অবিদ্যা, মায়া এবং যোগমায়া দুটিই তিরোহিত হওয়ার পরই নারদ প্রভুর বাস্তবিক রূপ দর্শন করেছিলেন এবং নিজ কৃত্যের জন্য ক্ষমা যাচনা করেছিলেন।

চতুষ্পদী -

সঞ্চিত পর্ত হরী সব ভাখে।
জনহিত হরি সাধন সব রাখে।।
বিকল বিলোকত ভবজল ধারা।
সোই নারদ অবতার অধারা।।

অর্থ - প্রভু নারদের সমক্ষে সঞ্চিতের সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। জন কল্যাণের নিমিত্তে হরি সমস্ত উপাদানের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সাধনার এক অবস্থাতে নারদ ভবসাগরে মায়ার উত্তাল তরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। সেই নারদই ইষ্ট প্রেরণাতে চব্বিশ জন অবতারের মধ্যে এক অবতার বিশেষের স্থিতি দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছিলেন এবং অন্য অবতারদের জন্য আধারও সিদ্ধ হয়েছিলেন। নরসিংহ অবতারের প্রধান কৃতিত্ব নারদেরই, প্রহ্লাদের অন্তরে প্রেরণা এবং যোগ সাধনাতে তাকে চালিত নারদই করেছিলেন। তিনি ধ্রুবেরও প্রেরক ছিলেন।

চতুষ্পদী -

জহঁ অবতার বিদিত জগ মাহীঁ।
সোই নারদ কছু দূসর নাহীঁ।।
সোই সমুঝত জন সুখ সম যাচত।
ভবন ত্যাগ সম দুখ-সুখ আচত।।

অর্থ - মায়ার জ্বালায় ত্রস্ত নারদও সাধনা-বিশেষ এবং ভগবৎ কৃপার ফলস্বরূপ অবতারের শ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন। নারদের গুরুত্ব অন্য অবতার অপেক্ষা কম ছিল না। এই প্রকার জেনে সাধকগণও প্রকৃতির অতীত সম এবং ব্যাপক সুখ কামনা করেন এবং ভবন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়জন্য সুখগুলি ত্যাগ করে সুখ-দুঃখ উৎপন্নকারী বিষয়গুলিকে সমরূপে সহ্য করে পরমকে উপলব্ধি করার জন্য কটিবদ্ধ থাকেন। মহাপুরুষগণের জীবন আমাদের মনে প্রেরণা যোগায় যে, আমরাও মহান হতে সক্ষম। তাঁদের জীবন-চরিত্র, তাঁদের দ্বারা আচরিত কর্মের সামান্যতম অনুষ্ঠানও আমাদের মহৎ-এ পরিণত করার ক্ষমতা রাখে।

চতুষ্পদী -

আতম নিন্দক দর্শন দাবা।
ক্ষণিক প্রবোধ অন্ত পছতাবা।।
জল্পহিঁ কল্পিত বুদ্ধি কহাহীঁ।
তিনহ্ কহঁ অনুভব দর্শন নাহীঁ।।

অর্থ - স্বীয় আত্মাকে পতনের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং আত্মশ্লাঘা করা যে, ঈশ্বরকে লাভ করেছি, এই প্রকার প্রবঞ্চক ব্যক্তি ক্ষণিকের জন্যও নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং সারাটা জীবন পশ্চাত্তাপের জ্বালায় অনুতপ্ত হন। এই প্রকার দিবাস্বপ্নদর্শী আকাশকুসুম অনেক কল্পনার বিস্তার করেন এবং এদের শিষ্ট বুদ্ধিও বলা হয়। এই প্রকার ধূর্ত ব্যক্তিগণ কোন প্রকার অনুভব, দর্শন গোটা জীবনে পান না।

চতুষ্পদী -

সকল কামনা তজি হিত সারা।
তেহিঁ উর অনুভব বিবুধ পসারা।।
হরি প্রতি স্বাঁস চলত মন কায়া।
অনুভব প্রকট হংস মুখ মায়া।।

অর্থ - লোক পরলোকের সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে হিতসাধনের জন্য যিনি পরমাত্ম রূপ দর্শনের জন্য সাধনাতে প্রবৃত্ত হন, এইরূপ ভক্তদের হৃদয়ে অনুভবের শৃঙ্খলার প্রসার দৈবী শক্তির মাধ্যমে হয়। ক্রিয়া জাগৃতির পর যে ভক্তের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে হরি স্মরণ সতত সঞ্চারিত হয়, যিনি কায়মনোবাক্যে অনুরক্ত, তিনি অনুভব অপরোক্ষরূপে লাভ করেন। তখন মায়াও হংসোন্মুখী হয় -

সন্ত হংস গুন গহহিঁ পয়, পরিহরি বারি বিকার। (মানস)

বস্তুতঃ সন্তই হংস যিনি গুণরূপী ক্ষীর তো গ্রহণ করেন কিন্তু বিকাররূপ বারি পরিত্যাগ করেন।

ত্রিগুণময়ী সৃষ্টিই নশ্বর এর অস্তিত্বই নেই; তবে কি গুণ? বস্তুতঃ পরমকল্যাণকর, সদৈব সহায়ক গুণ কেবলমাত্র ঈশ্বরে বিদ্যমান। যখন ঈশ্বরীয়, গুণধর্ম জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় সেই স্থিতিতে সেই সন্তই হংসস্বরূপ তিনি দ্বন্দ্বাত্মক সমস্যাতে প্রকৃতির নশ্বর বিষয়ে লিপ্ত হন না। শ্বাস যজ্ঞ যখন ইষ্ট-চিন্তনেই সম্পাদিত হয় মায়া তখন হংসমুখী অর্থাৎ ঈশ্বরীয় গুণধর্মে পরিবর্তিত হয়।

চতুষ্পদী -

জো কহুঁ সন্ত মিলহিঁ অনুভূতী।
তিনহ্ কর সঙ্গ গ্রহী করতূতী।।
শ্রুতি পথ সদ্গুরু রূপ সহারা।
অনুভব প্রগট জ্যোতি বিস্তারা।।

অর্থ - অতীতে সম্পাদিত পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ সদ্গৃহস্থ ব্যক্তি অনুভবসম্পন্ন সন্তের সান্নিধ্য লাভ করেন তখন তাঁর ভিতরেও বাস্তবিক ক্রিয়া জাগ্রত হয় এবং সেই গৃহস্থও মহাপুরুষগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত সেই কর্মই করেন। শুধু সাধনাই এমন বিষয় যে এর সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা যায় না, এ তো অনুভবপ্রাপ্ত মহাপুরুষ দ্বারা ভক্তের হৃদয় দেশে জাগিয়ে দেওয়া হয়। সদ্গুরুর রূপই সাধকের একমাত্র অবলম্বন, শ্রুতিতে একেই সাধকের পাথেয় বলা হয়েছে। এই স্বরূপ যিনি ধারণ করেছেন, তাঁর হৃদয়ে অনুভব জ্যোতি বিস্তার করে এবং সাধকের পথ প্রশস্ত করে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

সূরত সোঁ গুরু মূরতী, স্বাঁসা মা সত নাম।
উর অন্দর দেখত রহে, অনুভব সারে কাম।।

অর্থ - গুরু-রূপ এবং তাঁর পদযুগল অথবা তাঁর মুখমণ্ডলে মন নিযুক্ত, শ্বাসে সত্য ইষ্টের নাম উচ্চারণ, অন্তরে প্রভুর সঙ্কেতের উপর ধ্যান কেন্দ্রিত থাকলে অনুভব বিষয় - কর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করে পরমসিদ্ধিতে পরিণত করে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

অঙ্গ স্পন্দন কী বিধি, সব তন রোপিন রার।
চক্ষু আদি তন মে লখে, আতমদর্শী পার।।

অর্থ - অঙ্গ স্পন্দনের প্রক্রিয়ার বিস্তার সমস্ত দেহে সমানরূপেই কাজ করে। চক্ষু, বাহু, হৃদয় স্পন্দিত হলে সকলের দেহ তা জানতে পারে। কিন্তু তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই এর সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতা এবং তিনিই এর সাহায্যে মায়ার রাজ্য অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

আতম সবমে পূর হ্যায়, সব মে পাবন লীক।
তাহী তে সব অঙ্গ মে, সব মে ফড়কন সীখ।।

অর্থ - সেই চিন্ময় অব্যক্ত আত্মা সকলের দেহে সমানভাবে স্থিত, সকলের মধ্যে তার পবিত্র মর্যাদা বিস্তারিত। সেই পরমাত্মার বিশেষ সহযোগিতাতে স্থূল পিণ্ডধারী মানব স্পন্দন দ্বারা সমানভাবে সঙ্কেত প্রাপ্ত করে কারণ অন্তর্যামী ভগবান সমদর্শী এবং সমবর্তী। তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষগণের সান্নিধ্যে সেই অনুভব পূর্ণ বিকশিত হয়ে তত্ত্ব দর্শনে সহযোগিতা করে এবং ভক্তকে তত্ত্বস্থিত করে অলঙ্কৃত করে।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

অলখ নিরঞ্জন না লখে, জন কে আরত ভাব।
উর অন্দর অবতার না, 'অড়গড়' ডুবী নাব।।

অর্থ - অলখ, অব্যক্ত হরি আর্তজনের ভাবভক্তির বিচার না করে, হৃদয়ে অবতরিত হয়ে ভক্তের প্রার্থনা স্বীকার না করেন, ততক্ষণ জীবন নৌকা ভবসিন্ধুতে নিমজ্জিত এটাই ভেবে চলতে হবে। প্রকৃতির অনন্ত খাদ এবং সংস্কারের অসংখ্য পরতে সাধক বুঝে উঠতে পারেন না যে, তিনি কোথায় স্থিত? এর জন্য বিধান একটাই যে, হরি অন্তর্জগতে জাগ্রত হয়ে যোগক্ষেম-এর ব্যবস্থা করে সাধককে উদ্ধার করেন।

হিন্দী পদের দ্বিপদীছন্দ -

অনুভব অন্দর সুখ লহে, সাধত সকল শরীর।
মন অরু মতি শ্রোতা বনে, সাধ কহে রঘুবীর।।

অর্থ - অন্তরে অনুভব সম্পূর্ণরূপে জেগে উঠলেই সেই পরম সুখের উপলব্ধি সম্ভব যার মাধ্যমে ভক্ত পথিক সমস্ত দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযমন-নিয়মন করে শাশ্বত স্বরূপে স্থিত হয়। সাধক যখন স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ দেহ থেকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠে মন এবং বুদ্ধিকে শ্রোতার স্থিতিতে নিয়ে আসে তখন প্রভুর শ্রীমুখ থেকে সাধন ব্যক্ত হয়। অতএব ক্রিয়াত্মক পদ্ধতিতে নিজেকে নিযুক্ত করুন। ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত এবং মনকে নিয়ন্ত্রণ করে এদের ইষ্ট চিন্তনে নিযুক্ত করুন তবেই যথার্থ কল্যাণ এবং মঙ্গল সম্ভব।

ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ !! ওঁ শান্তিঃ !!!

আমাদের প্রকাশনা

যোগশাস্ত্রীয় প্রাণায়াম -
যোগশাস্ত্রীয় প্রাণায়ামে মহারাজ বলেছেন যে, যম, নিয়ম এবং আসন দৃঢ় হলেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত প্রবাহিত হয়। একেই প্রাণায়াম বলে। পৃথক করে প্রাণায়াম নামের কোন ক্রিয়া নেই। এই যোগ চিন্তনের অবস্থা বিশেষ। এরই সমাধান এই পুস্তিকাতে করা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

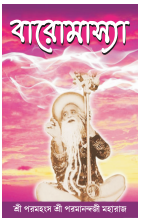

বারোমাস্যা -
মহারাজ নিজের পূজ্য গুরু শ্রীপরমানন্দজী মহারাজজীর আকাশবাণী দ্বারা প্রাপ্ত ভজন (ঈশ্বরীয় গায়ন) বারো মাস্যার সঙ্কলন এবং এর ব্যাখ্যা করেছেন। এতে প্রবেশিকা থেকে পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য পথপ্রদর্শন করা হয়েছে।

হিন্দী ভাষাতে

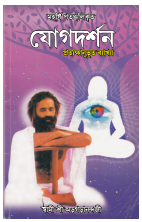

যোগদর্শন -
প্রত্যক্ষানুভূত ব্যাখ্যা -
মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত এই পুস্তকে বলা হয়েছে যে, 'যোগ' প্রত্যক্ষ দর্শন এ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা অথবা বাচন সম্ভব নয়। সাধক সাধনাপথে চলেই উপলব্ধি করেন যে, মহর্ষি যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন এর বাস্তবিক আশয় কি? এই পুস্তিকা সাধনোপযোগী।

৪টি ভাষাতে

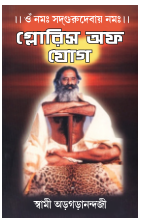

গ্লোরিস অফ যোগ -
হঠ, চক্র, ভেদন এবং যোগ, প্রাণায়াম, ধ্যানের বিষয়ে পূর্ণ পরিচয়।

ইংরাজী ভাষাতে

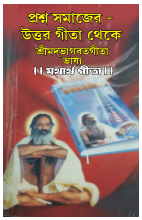

প্রশ্ন সমাজের -
উত্তর গীতা থেকে -
এই পুস্তিকাতে সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং ধার্মিক যেমনই প্রশ্ন হোক, সেসব গীতার আলোকে সমাধান করা হয়েছে।

হিন্দী ভাষাতে

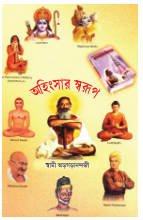

অহিংসার স্বরূপ -
অহিংসা বিচার্য বিষয়। মূলতঃ এটি যৌগিক, আন্তরিক সাধনার শব্দ। এই পুস্তিকাতে আমরা অধ্যয়ন করব যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ অহিংসা বিষয়টিকে কোন সন্দর্ভে নিয়েছেন।

৪টি ভাষাতে

বাল গীতা -

এই পুস্তিকা বালকের নির্মল মনে একমাত্র পরমাত্মার প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ উৎপন্ন করে সমাজ এবং সাধনার পথে সহজ প্রবেশের জন্য কার্যকর। এই পুস্তিকাতে সমর্পণের পাঠ্যক্রম অন্তিত আছে এর ফলে শিশুদের মধ্যে ধর্ম-সন্দেশ-এর বীজারোপণ, সংস্কার সৃষ্টি হবে। তারা এই পথে চলবে এবং নিজের ভগবৎরূপ লাভ করবে।

৩টি ভাষাতে

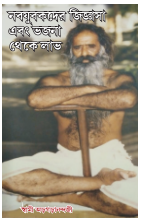

ভজনা থেকে লাভ (নবযুবকদের জিজ্ঞাসা) -
এই পুস্তিকাতে নবযুবকদের বহু প্রশ্নের সংক্ষেপে সমাধান করে ভজনার অনিবার্যতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যদি একমাত্র পরমাত্মাতে মনকে স্থির করতে সক্ষম হন তবে সেই প্রভুর সংরক্ষণে সাধনা চলতে থাকবে, জাগতিক কাজেও সহযোগিতা লাভ হবে এবং গমনাগমন থেকে মুক্তিলাভ তো হবেই কারণ ঈশ্বর পথে আরম্ভের নাশ হয় না।

হিন্দী ভাষাতে

MP3 অডিও সিডিজ্

১১টি ভাষাতে

শ্রী স্বামীজীর মুখারবিন্দ থেকে নিঃসৃত
অমৃতবাণীর সঙ্কলন ভল্যুম ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত

হিন্দী ভাষাতে

শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট
ন্যু অপোলো স্টেট, গালা নং-৫, মোগরা লেন (রেলওয়ে সাবওয়ের নিকট) অন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৬৯
দূরভাষ ঃ ০২২-২৮২৫৫৩০০
ই-মেল ঃ contact@yatharthgeeta.com, ওয়েবসাইট ঃ www.yatharthgeeta.com